রথযাত্রার পুণ্যদিনে
পূর্ণ হল ৬০টি বছর
সবাইকে জানাই
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা
এবং সাদর আমন্ত্রণ
২২ থেকে ২৭শে জুন
শ্যাম সুন্দর কোং

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA

সিস্টার
Sister
Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 June, 2020 ■ আগরতলা, ২৪ জুন, ২০২০ ইং ■ ৯ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নামছে উত্তেজনার পারদ

সেনা প্রত্যাহারে সম্মত চিন কমান্ডারদের বৈঠকে ঐকমত্য

নয়াদিল্লী, ২৩ জুন।। কোর কমান্ডার স্তরের ম্যারাথন বৈঠকে সোমবার লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় সেনা পিছনোর বিষয়ে পারস্পরিক ঐকমত্যে এসেছে ভারত ও চিন সেনা। মঙ্গলবার সেনার একটি সূত্রে এ কথা জানিয়ে বলা হয়, পূর্ব লাদাখের চুসুল লাগোয় মলডো অঞ্চলে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে ইতিবাচক ও গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। সেনার দাবি, পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় সঙ্ঘাতের ক্ষেত্রগুলি থেকে সেনা পিছোনোর বিষয়ে আলোচনায় সম্মতি দিয়েছে চিন।

সেনা পিছনোর পাশাপাশি, এলএসি বরাবর স্থায়ী বাঙ্কার-সহ বিভিন্ন নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখার বিষয়টিতেও চিনা ফৌজের আধিকারিকরা নীতিগত ভাবে সম্মতি জানিয়েছেন বলে সেনা সূত্রের খবর। গালওয়ান উপত্যকার পেট্রোলিং পয়েন্ট ১৪ এবং ১৫-র পাশাপাশি গোগরা উপত্যকার হট স্প্রিং এলাকার পেট্রোলিং পয়েন্ট ১৭ এবং প্যাংগং লেকের উত্তরাংশে ফিঙ্গার ৪ থেকে ফিঙ্গার ৮ পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় ইতিমধ্যেই স্থায়ী ও অস্থায়ী নির্মাণ করেছে চিন।

সোমবারের বৈঠকে লেহতে মোতায়েন ১৪ নম্বর কোরের লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরেন্দ্র সিংহ এবং চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মির দক্ষিণ শিনজিয়াং মিলিটারি ডিস্ট্রিক্টের মেজর জেনারেল লিন লিউয়ের প্রায় ১১ ঘণ্টা বৈঠক হয়। সেনা সূত্রের খবর, বৈঠকে গালওয়ান উপত্যকার ১৫ জুনের চিনা হামলা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান হরেন্দ্র। পাশাপাশি, পিএলএ-র তরফে ৪ জুনের কোর কম্যান্ডার স্তরের বৈঠকে সিদ্ধান্ত মানা হয়নি বলেও তথ্যপ্রমাণ পেশ করেন তিনি। আলোচনায় স্থির হয়েছে এলএসি'তে উত্তেজনা কমাতে মুখোমুখি অবস্থান থেকে দু'পক্ষই কিছুটা পিছিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে, সীমান্তে নির্মাণের কাজ আপাতত স্থগিত রাখা হবে।গত ৬ জুন হরেন্দ্র-লিন বৈঠকেও সেনা পিছনোর বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু গালওয়ানে তা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে চিন সেনার হামলায় নিহত হন কর্নেল সন্তোষ বাবু-সহ ২০ ভারতীয় সেনা।

১১০০ এসপিও নিয়োগ সহ গুচ্ছ সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। ১,১০০ স্পেশাল পুলিশ অফিসার (এসপিও) নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। ত্রিপুরা মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে। এর জন্য সরকারের বার্ষিক ৮ কোটি ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ব্যয় হবে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে বুধবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

এছাড়াও আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৩৯৮ জন এসপিও-কে ড্রাইভারের শূন্য পদে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন। তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্যে যে ২,৭৮৯ জন এসপিও রয়েছেন তাঁদের মধ্য থেকে ৩৯৮ জনকে ড্রাইভার পদে নিয়োগ করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে ২,৭৮৯ জন এসপিও-র মধ্যে পশ্চিম জেলায় ২৫৫ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩১৪ জন, ধলাই জেলায় ৬১৫ জন, খোয়াই জেলায় ৪৩০ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১৩৫ জন, ঊনকোটি জেলায় ৩৮৬ জন, গোমতি জেলায় ৪৯৫ জন এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১৫৯ জন কর্মরত রয়েছেন। শুরুতে তাঁরা ৩,০০০ টাকা বেতন পেতেন। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৬,১৫৬ টাকা। এছাড়াও তাদের ফেস্টিভ্যাল গ্র্যান্ড, ফেস্টিভ্যাল অ্যাডভান্স, ১২ দিনের সবেতন ছুটি এবং ৩০ দিনের মেডিক্যাল লিভ রয়েছে, জানান শিক্ষামন্ত্রী।

আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক রাজ্যের ৮টি জেলার প্রায়োরিটি প্রজেক্টের জন্য ৮ জন অতিরিক্ত জেলাশাসককে নিযুক্ত করতে এক্স-ক্যাডার পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ত্রিপুরার প্রতিটি জেলার জেলাশাসকের কাছে আত্মনির্ভর ভারত, পাট্টাল্যান্ড প্রদান, ব্রু শরণার্থীদের জন্য পুনর্বাসন, অটল জলধারা মিশন, হকার ও স্ট্রিট ভেন্ডরের জন্য বিভিন্ন স্কিম, অ্যাসপিরিশনাল ব্লকের বিভিন্ন স্কিম সহ ১০টি প্রায়োরিটি প্রজেক্ট রয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের আখাউড়ায় ত্রিপুরার মহারাজা নির্মিত মন্দিরে রথযাত্রা

আখাউড়া (বাংলাদেশ), ২৩ জুন (হি.স.)।। ত্রিপুরার মহারাজা কর্তৃক নির্মিত নয়শো বছর পুরনো শ্রীশ্রী রাধামাধব আখড়া-য় রথযাত্রা পালনের মাধ্যমে দুই বাংলার সম্প্রীতির মেলবন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করেছে। বাংলাদেশের আখাউড়ায় রাধামাধব মন্দিরে রথের দড়িতে টান পড়েছে ঠিকই, তবে করোনা-র প্রকোপে শুধুই নিয়ম রক্ষায় উৎসব পালিত হয়েছে। করোনা মোকাবিলায় লকডাউনে সরকারি নিষেধাজ্ঞা মেনে ঢাকের তালে এবং হরিনাম কীর্তনের সাথে নেচে-গেয়ে ভক্তদের আনন্দ উদযাপন হয়নি। তবে, কাঁসর-ঘণ্টা ও শঙ্খ বাজিয়ে এবং উলুধ্বনিতে রথের চাকা ঘুরেছে মন্দির চত্বরেই।

করোনা-র দাপটে এ-বছর মন্দিরের 'রাজ' গেট খোলা হয়নি। কিন্তু, পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন আখাউড়া পৌরসভার মেয়র তাকজিল খলিফা ও আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আখতার রেইনা।

প্রসঙ্গত, চাকলা রোশনাবাদ ত্রিপুরার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। কিন্তু, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ত্রিপুরার ভারতভুক্তির সময় চাকলা রোশনাবাদ পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হিসেবে মানচিত্রে স্থান পায়। তাতে ত্রিপুরা-র সাথে চাকলা রোশনাবাদের আক্ষরিক অর্থে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ত্রিপুরার সাথে হৃদয়ের টান ঠিক একই রয়ে যায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা অসামান্য অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ সরকার আজও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিচারাধীন কয়েদির মৃত্যুর বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। বিচারাধীন জনৈক কয়েদির পুলিশ লকআপ এবং সংশোধনাগারে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। পাশাপাশি নিহত কয়েদিদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বিচারাধীন কয়েদির অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, পুলিশ লকআপ কিংবা সংশোধনাগারে বিচারাধীন কয়েদির মৃত্যুতে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে। গণতন্ত্রে এ-ধরনের ঘটনার কোনও ব্যবস্থা না করে এড়িয়ে যাওয়া কিংবা গোপন করা অকল্পনীয় বিষয়। তিনি বলেন, গত ৮/৯ মাসে এমন চারটি ঘটনার এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

তালিকা তুলে ধরে মানিক সরকার বলেন, ২০১৯ সালের ৩১ অক্টোবর আরকেপুর পুলিশ লকআপে মঙ্গল দাস, গত ১২ জানুয়ারি পশ্চিম আগরতলা থানার লকআপে সুশান্ত ঘোষ, ২৮ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে সন্দীপ সরকার এবং ১৭ জুন অমরপুর সাব-জেলে সাজাইও মগের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। চারটি ঘটনার এখন পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমন-কি নিহতের পরিবারকেও কোনও সরকারি সহায়তা প্রদান করা হয়নি।

তিনি বলেন, গত ২০ জুন সাজাইও মগের পরিবারের সাথে আমার নেতৃত্বে বিধায়ক রতন ভৌমিক, যশবীর ত্রিপুরা এবং প্রভাত চৌধুরী দেখা করেছি। তাঁদের খোঁজখবর নিয়েছি। তাঁদের সাথে কথাবার্তায় ওই মৃত্যু নিয়ে ক্ষোভ প্রতিফলিত হতে দেখেছি, সতর্ক করে বলেন তিনি। সাথে তাঁর পরামর্শ, বিচারাধীন কয়েদির মৃত্যুর ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নিতে চাইছে না সাজাইও মগের পরিবার, ত্রিপুরা সরকারের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় জনগন্নাথ মন্দিরে নিয়মরক্ষার রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার। ছবি নিজস্ব।

যুবতীকে ধর্ষণ অভিযুক্ত পলাতক পুলিশ ধরল বাবা ও ভাইকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৩ জুন।। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বলপূর্বক ধর্ষণ এক যুবতীকে। কদমতলা থানা এলাকার সাতসঙ্গম এলাকায় শশুর বাড়িতে এসে পাশের বাড়ির যুবতীকে ধর্ষণ। অভিযুক্ত জামাতা অনিল নমঃ (৩০)। ধর্মনগরের কালিকাপুরের বাসিন্দা। যুবতীকে ফুসলিয়ে প্রথমে ধর্ষন ও পরে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণকারীর বাবা ও ভাই যুবতীকে মারপিট করার মতো গুরুতর অভিযোগ যুবতীর।

বর্তমানে অনিল নমঃ পলাতক হলেও কদমতলা থানার পুলিশ অভিযুক্তের বাবা ও ছোট ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৮ জুন বৃহস্পতিবার ধর্মনগরের কালিকাপুরের বাসিন্দা অনিল নমঃ পিতা সুনীল নমঃ কদমতলা থানাধীন সাতসঙ্গম এলাকায় তার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ ১৬টি ভেন্টিলেটর পৌঁছবে রাজ্যে ঃ আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। আগামীকাল করোনা-র চিকিৎসায় ১৬টি ভেন্টিলেটর ত্রিপুরায় পৌঁছাবে। কেন্দ্রীয় সরকার ওই ভেন্টিলেটর পাঠিয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন শিক্ষা তথা আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ।

তাঁর কথায়, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৩৭টি ভেন্টিলেটার চেয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ১৬টি ভেন্টিলেটর পাঠিয়েছে। আগামীকাল ওই ভেন্টিলেটরগুলি ত্রিপুরায় পৌঁছবে, জানান তিনি। আজ শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন ৪২৮ জন। তিনি জানান, ত্রিপুরায় বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রয়েছেন ৮০৮ জন এবং গৃহে একান্তবাসে ৫৩৫৪ জন রয়েছেন।

তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত মোট ৫৮,৩২০ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৫৬,৮৭৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১২৪১ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এই পজিটিভদের মধ্যে সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন ৮০৭ জন। তাঁর কথায়, এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ হওয়ার হার ৬৫.০২ শতাংশ। প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় রাজ্যে ১৪,২২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আজকের দিনে ১৬৭১ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা চলছে ৮৫০ জনের। আজ ২৫ জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হওয়ার পর ছাড়া পেয়েছেন। এ-বিষয়ে তিনি জানান, উদয়পুর পিআরটিআই থেকে ৪ জন, হাঁপানিয়া কোভিড সেন্টার থেকে ৬ জন এবং বিএসএফ হাসপাতাল থেকে ৮ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়ে ছুটি পেয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ চোরাইবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে ৪৩৮ জন রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। এর মধ্যে ১৩০ জন ট্রাক ড্রাইভার, ২৯ জন রোগী এবং ২৬৯ জন সাধারণ নাগরিক।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেশে, রাজ্যও সংকটের সম্মুখীন ঃ জিএমপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। করোনা-র প্রকোপে দেশে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। ফলে ত্রিপুরাও বিরাট অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে। তাতে গ্রাম-পাহাড়ে, বিশেষ করে জনজাতি অংশের মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এই দাবি করে ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ সংকট মোকাবিলায় জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছে। সাত দফা দাবির ভিত্তিতে রাজধানী আগরতলার কর্ণেল চৌমুহনিতে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে গণমুক্তি পরিষদ।

গণমুক্তি পরিষদ-এর রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে প্ল্যা-কার্ড গলায় ঝুলিয়ে সমর্থকরা প্রায় একঘণ্টা প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। এদিন জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, গত ১৭ তারিখ থেকে ত্রিপুরার বিভিন্ন ভিলেজ কমিটি এবং পঞ্চায়েত এলাকায় নানা দাবিতে আন্দোলন সংঘটিত করেছে। দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, যে-সব পরিবার সরকারকে কর দিতে হয় না ওই সব প্রত্যেক পরিবারকে বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করতে হবে। প্রতিটি গরিব পরিবারকে ৬ মাস পর্যন্ত মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকা করে অ্যাকাউন্টে প্রদান করতে হবে। গ্রামীণ এলাকায় রেগা প্রকল্পে বছরে ২০০ দিন কাজ এবং শহর এলাকায় টুয়েপ প্রকল্পে কাজের ব্যবস্থা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর্থিক ঘোটালা ঃ মণিপুরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে জেরা করবে সিবিআই

ইমফল, ২৩ জুন (হি.স.)।। উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ তহবিল তছরূপের অভিযোগে সিবিআই মণিপুরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ওখরাম ইবোবি সিংকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। রাজ্যে রাজনৈতিক নাটক এবং কোভিড-১৯ অতিমারির প্রকোপের মধ্যেই আজ সিবিআই-এর দল ইমফল পৌঁছে গেছে। আগামীকাল বুধবার তাঁকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে সূত্রের খবর।

গত নভেম্বরে মণিপুর সরকারের অনুরোধে সিবিআই উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ৩৩২ কোটি টাকা কেলেঙ্কারি মামলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওখরাম ইবোবি সিঙের থউবালমাখা লেইকেইয়ে অবস্থিত বাড়ি এবং বাবুপাড়াস্থিত কোয়ার্টারে হানা দিয়েছিল। প্রসঙ্গত জুন ২০০৯ থেকে জুলাই ২০১৭ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মণিপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যানও ছিলেন ওখরাম ইবোবি সিং। ওই সময় উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ৫১৮ কোটি টাকার মধ্যে ৩৩২ কোটি টাকা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

ওই অনিয়মের মামলায় আরও তিন প্রাক্তন আমলা ডিএস পুনিয়া, পিসি লাউমুকঙা এবং ও নবকিশোর সিং সিবিআই-এর তদন্তের তালিকায় রয়েছেন। এছাড়াও প্রাক্তন প্রজেক্ট ডিরেক্টর ওয়াই নিংথেম সিং এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার এস

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে পালিত 'বলিদান দিবস' শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ

প্রয়াত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান বৃথা যায়নি, কাশ্মীরে ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারা বিলোপের মাধ্যমে তাঁর অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে স্বার্থক করে দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ৬৭ তম বলিদান দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আবেগের সুরে এ-কথা বলেন পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। আজ ত্রিপুরায় বিজেপি-ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস পালন করেছে।

এদিন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আজকের দিনেই রহস্যজনক ভাবে কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যু হয়েছিল। অখণ্ড ভারতের স্লোগানই তাঁর মৃত্যুর কারণ বলে মনে করেন সাংসদ। তাই তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যু রহস্য উন্মোচন হোক, চেয়েছেন। তাঁর কথায়, ভারতের অখণ্ডতার জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান বৃথা যায়নি। কারণ অখণ্ড ভারতের লক্ষ্যে ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট কাশ্মীরে ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারা বাতিলের বিল পাশ করা হয়েছে। তাঁর স্বপ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পূরণ করেছেন।

সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের দাবি, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ আজ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান সফল হওয়ার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা আজও তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এগিয়ে চলেছি। তাই বিজেপি গোটা দেশে সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এদিন তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন।

এদিকে, আজ বিজেপির প্রদেশ মুখ্য কার্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। দলের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত বলেন, বিজেপি মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকেবলিদান দিবসে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। অখণ্ড ভারত গঠনে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ও সীমান্তে চিনা আগ্রাসন নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি. স.)।। দেশের করোনা পরিস্থিতি এবং সীমান্তে চিন-ভারত সংঘাত নিয়ে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।বৈঠকে উপস্থিত দলের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী জানিয়েছেন, পূর্ব লাদাখ সীমান্তে উত্তেজনা দু”দেশের সেনার মধ্যে এখনো রয়েছে। দেশ যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছে তার জন্য কেন্দ্রে থাকা বিজেপি সরকারের ভ্রান্ত নীতি এবং ভুল ব্যবস্থাপনা দায়ী।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড় মনমোহন সিং, রাহুল গান্ধী, পি চিদাম্বরম, আহমেদ প্যাটেল, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, গুলাম নবি আজাদ সহ দলের বর্ষীয়ান ও শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।এদিনের বৈঠক ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে হয়েছে।পূর্ব লাদাকের গালওয়ান উপত্যকায় চিনা আগ্রাসনে শহিদ হওয়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও ২৩ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হলেন ২৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। রাজ্যে নতুন করে ২৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তবে, সাথে স্বস্তির খবরও রয়েছে। আজ ২৫ জন করোনা মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

এবিষয়ে আজ রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট করে জানান, ৯৭৫টি নমুনা পরীক্ষায় ২৩ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তাদের মধ্যে একজন ট্রাক চালক এবং বাকিদের বহিঃরাজ্য সফরের তথ্য রয়েছে। তাদের মধ্যে সিপাহীজলা জেলায় ৯জন,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৫১ ▫ ২৪ জুন ২০২০ ইং ▫ ৯ আষাঢ় ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ইতিহাসের পাঠ সিপিএমের

এক সময় সিপিএম কমরেডরা শ্লোগান দিতেন 'পাত্তা নাই পাত্তা নাই'। কংগ্রেস দলকে ব্যাঙ্গ করিয়া কমরেডরা অনেক মনোহারি শ্লোগান দিতেন। যখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই এরাজ্যে কংগ্রেসের মুন্ডুপাত না করিয়া জল গ্রহণ করিত না তখন রাজনীতি এত জটিল ও দুর্গন্ধময় ছিল না। বিরোধী বলিতে তখন এই কমিউনিস্টরাই। চিন যুদ্ধের পরই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিধা বিভক্ত হইয়া যায়। মূল কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই তখন রাশিয়াপন্থী হিসাবে বিপ্লব জারী রাখে। সিপিআইএমএল নকশালপন্থী হিসাবে পরিচিতও চিনাপন্থী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁহাদের শ্লোগান ছিল 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, মাওসেতুং জিন্দাবাদ, বন্দুকের নলই শক্তির উৎস'। তাহারা হিংসার আগুনে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে মাতিয়া উঠে। বুর্জোয়া, ধনিক শ্রেণীকে খতম করিতে ময়দানে নামিয়া পড়ে। গুপ্তহত্যা, লুন্ঠন, বুর্জোয়া বইপত্তর, স্কুল পোড়াইয়া বিপ্লবের ডাক দিয়া বসে এই তরুণ কমিউনিস্টরা। পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা ও আসামে এই হত্যা খুনের রাজনীতি চিনা কমিউনিস্টদের উপর ক্ষোভের আগুন দেখা দেয়। আজ সেই অতি কমিউনিস্টরা ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সিপিআই(এম) দলের পয়লা নম্বরের শত্রু ছিল এই অতিবিপ্লবীরা। কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী ছিলেন একজন সর্বহারার প্রতিভূ। কিন্তু, তিনি ছিলেন হঠকারী বিপ্লবের বিরুদ্ধে। তাহার মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলেই উত্তর ত্রিপুরার হুরুয়ায় সাত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের একটি ঘরের মধ্যে নিরস্ত্র অবস্থায় গুলি চালাইয়া হত্যা করে পুলিশ। সাত নকশালপন্থীর রক্তে স্নান করায় হত্যাকারি এসপি টি কে সান্যালকে পুরস্কৃত করেন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী।

কমিউনিস্টরাই কমিউনিস্টদের হত্যা করিবার ইতিহাসকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই।

এরাজ্যে কমিউনিস্টদের দূর্গ এইভাবে তছনছ হইয়া গেল কেন? ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে এই দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া ক্ষমতা ধরিয়া রাখে। এই দুই রাজ্যে কংগ্রেস সিপিএম বৈরী সম্পর্ক রাজনীতির বিষ ছড়াইত। কমিউনিস্টরা দুই রাজ্যেই বহু কংগ্রেসীদের খুন করিয়াছে। কংগ্রেসকে কোতল করাই যেন তাহাদের রাজনীতির ধ্যান জ্ঞান ছিল। এইভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াইয়া রাজনীতিকে বিষময় করিবার কৃতিত্ব সিপিএম নেতারা অস্বীকার করিতে পারিবে না। ত্রিপুরায় ২৫ বছরের রাজত্ব এবং পশ্চিমবঙ্গে রেকর্ড রাজত্বে সিপিএম অবক্ষয় দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। দম্ভ অহংকার গ্রাস করে। যে দল গরীব দুঃখীদের দল সেই দল চলে অর্থের পিছনে, দুর্নীতির মাধ্যমে টাকা সংগ্রহের টানে। এইভাবেই কমিউনিস্টরা আন্দোলন দিনে দিনে মাটিতে মিশিয়া যায়। আর কমিউনিস্ট আগ্রাসনে বিপ্লবী কমিউনিস্ট প্রায় মুছিয়া যায়। তাহারা আশ্রয় নেয় চরম দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল বিজেপিতে। যে দল হিন্দুত্বের তাস খেলিয়া গোটা দেশের ক্ষমতায় আসীন সেই দলের দাপটে তো সিপিএম ধরাশায়ী। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপিকে কোতল করিতে চায় সিপিএম। কংগ্রেসের সঙ্গে খাতির রাখিয়া ভোটে জোট করিতে উৎসাহী সিপিএম। আসলে, এক সময় যে কংগ্রেসকে কোতল করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য আজ সিপিএম কংগ্রেসের দিকেই হাত বাড়াইয়া রাখিয়াছে।

ত্রিপুরায় কংগ্রেস নাই। সব বিজেপিতে মিশিয়া গিয়াছে। এই রাম দলের নব্বই শতাংশ কর্মী নেতাই তো কংগ্রেসী। অথচ গায়ে মানে না আপনি মোড়লের মত কংগ্রেস নেতা বড় বড় হাক ডাক ছাড়িতেছেন। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের প্রতি কংগ্রেস হাইকমান্ডের মনোভাব কি তাহা তো আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এত দিন গেল তবু একজন স্থায়ী প্রদেশ সভাপতি নিয়োগ করিতে পারিল না কংগ্রেস হাইকমান্ড। সামনে এডিসি নির্বাচন, পাহাড়ে তৎপর আছে বিজেপি, আইপিএফটি ও সিপিএম। কংগ্রেস নেতারা ঘর বসিয়াই হাকুম হুকুম চালাইয়া যাইতেছে। ত্রিপুরায় কংগ্রেস কার্য্যত শ্মশান পথেই যাত্রী হইতেছে। কারণ, কংগ্রেসের কোনও নেতা নাই। একজন আইনজীবী অস্থায়ী সভাপতি পদে আরোহন করিয়াছেন। তাঁহারই পুত্র কংগ্রেসের যুব সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হইয়া বসিয়াছেন। ত্রিপুরায় সিপিএম সহজে উঠিয়া আসিতে পারিবে না। কারণ যুব সম্প্রদায় সিপিএমের উপর হইতে মুখ সরাইয়া নিয়াছে। সিপিএম নেতৃত্বে তো সেই বৃদ্ধরাই। যুবকদের তো এখন গুরুত্বপূর্ণ পদে দেখা যাইতেছে না। যিনি পঞ্চাশ বছর পার করিয়া দিয়াছেন তিনি যুব সংগঠনের নেতৃত্বে আছেন। এইভাবে বিজেপিকে হঠানো যাইবে না। এডিসি ভোটেই কংগ্রেসের শেষ অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। সিপিএমের সামনেও অগ্নিপরীক্ষা। আইপিএফটি তো পাহাড়ে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করিয়া নিজেদের শক্তি নিঃশ্বেষ করিতে সচেষ্ট। এইভাবে সিপিএমের সেই সোনালী দিন আর নাই। বিরোধী দলে থাকিয়াও ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের মুন্ডুপাত করিতে পিছু পা হইত না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'পাত্তা নাই' শ্লোগান্য চালাইতে পারিত? আজ সিপিএম নেতারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধই নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়াছে।

রাজ্যবিরোধী আন্দোলনে বিজেপি-র পাশে নকশালরা

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : একেই বুঝি বলে ইতিহাসের ফিরে আসা! বাম আমলের শেষদিকেও রাজ্যে পালাবদলের আন্দোলনে তৃণমূলের শরিক হয়েছিল নকশালদের একটা বড় অংশ। এখন তৃণমূল-বিরোধী বিভিন্ন অভিযানে বিজেপি-কে নকশালরা সাহায্য করছে বলে রিপোর্ট গিয়েছে নবান্নে।

সূত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে যেমন নকশালপন্থীরা একটা ঘাঁটি বানিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক তেমনি উত্তর ২৪ পরগনার বেশ কয়েকটি জায়গায় বিজেপির বিক্ষোভ, হাঙ্গামার পিছনে এবার নকশাল যোগ খুঁজে পেয়েছেন রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকেরা। এই প্রতিটি বিক্ষোভ ও হাঙ্গামার লক্ষ্য ছিল স্থানীয় স্তরে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তোলার পাশাপাশি তাঁদের যতটা সম্ভব দুর্বল করে দেওয়া। সেই সঙ্গে শাসকদলের নেতা থেকে কর্মী ও সমর্থকদের ভয়ে দাবিয়ে রাখাও।

গত কয়েকদিন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মিনাখাঁ ও দেগঙ্গার মত সংখ্যালঘু এলাকায় তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির সংঘর্ষের ঘটনা যেমন ঘটেছে তেমনি বিডিও'র কার্যালয় ঘিরে বিজেপি সমর্থকদের বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনাও ঘটেছে। এই সব সংঘর্ষ ও বিক্ষোভ দেখানো ও তা পরিচালনা করার পিছনের বেশ কিছু নকশাল নেতানেত্রীর উপস্থিতির কথা জানতে পেরেছে পুলিশ। মিনাখাঁয় ভুয়ো তথ্য রটিয়ে দিয়ে বিজেপি সমর্থকদের মাধ্যমে তৃণমূলের কার্যালয়েরসামনে বিক্ষোভ দেখানো থেকে ভাঙচুর ও লুঠতরাজের ঘটনা ঘটে। সেই সঙ্গে দফায় দফায় আক্রমন করা হয় তৃণমূলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের বাড়ি। সেখানেও একই কায়দায় লুঠপাট চালানোর পাশাপাশি ভাঙচুরও করা হয়। চলে মারধরও। এমনকি বেশ কিছু মহিলার শ্লীলতাহানীর ঘটনাও ঘটে। গোটা ঘটনায় ৪জন মহিলা সহ ১৪জন তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক আহত হন। আবার দেগঙ্গায় বিডিও অফিসে ত্রাণ বন্টন নিয়ে অভিযোগ আর ১০০ দিনের কাজ পাওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির সমর্থকেরা।

সূত্রের খবর, এই দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে দুটি ঘটনাই বিজেপি-নকশাল যোগেই হয়েছে। বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মাধ্যমে এই ঘটনাগুলি করা হলেও তার পরিকল্পনা থেকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব ছিল কিছু নকশাল নেতা নেত্রীর হাতে। এই সব নেতানেত্রীর মধ্যে রয়েছে শাওন, নাতাশা, জুবি, সুদর্শন ও রিনা। শাওন দাসের বাড়ি মেদিনীপুরে। জুবি সাহা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নকশাল নেত্রী। নাতাশা খান প্রেসিডেন্সির নকশাল ইউনিটের সঙ্গে জড়িত। সুদর্শন পুণার বাসিন্দা ও গবেষক। রিনার বাড়ি বিধাননগরে আর নিজেকে সমাজকর্মী বলে পরিচয় দেয়। এরাই এই দুটি ঘটনার সঙ্গে শুধু জড়িতই নয়, রীতিমত স্পটে দাঁড়িয়ে থেকে বিজেপির সমর্থক সেজে এই দুটি ঘটনা পরিচালিত করেছে। সেই সঙ্গে দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই চেষ্টা চালানো হয়েছে তাকে গোষ্ঠী সংঘর্ষের রূপ দিতে।

করোনা -উত্তরকালে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পথ শ্রমের মর্যাদাই হোক উন্নয়নের ভিত্তি

সুনীল মুখোপাধ্যায়

চার্লস ডিকেন্স বা ম্যাক্সিম গোর্কির কপাল ভালো, তাঁরা এদেশে জন্মাননি আর এখন বেঁচে নেই। তাহলে আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠীর অনেকে তাঁদের 'নরকের দূত' বলে গাল দিতেন তাঁদের 'হার্ড টাইমস (১৮৫৪ সালের প্রকাশিত) বা 'লোয়ার ডেপথস' -এর (১৯০২) মতো মহান সাহিত্যকৃতিক জন্য। মহান ব্রিটিশ লেখক ডিকেন্স তাঁর 'হার্ড টাইমস' উপন্যাসে ভিক্টোরিয়ান যুগে ইংল্যান্ডের শিল্প শহরগুলোতে মেহনতী মানুষদের দুর্বিষহ জীবনের ছবি তুলে ধরেছিলেন। আর রুশ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কি তাঁর বিশ্ববন্দিত নাটক 'লোয়ার ডেপথস'-এ তুলে ধরেছিলেন জারের আমলে ভোলগা নদীর তীরে বস্তিবাসী গরিব মানুষদের নিপীড়িত-লাঞ্ছিত জীবনের নির্মম বাস্তব ছবি। উভয়েই এঁকেছেন নিজ নিজ সমাজের তিক্ত সত্য আর মায়াময় সুখী জীবনের স্বপ্নের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ছবি, যে সমাজ মানুষকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়, আর পরিণামে তারা হতাশায় ভুগতে একদিন চোর ও বেশ্যায় পরিণত হয়।

আধুনিক ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের গুরু সত্যজিৎ রায়কেও ছেড়ে কথা বলেননি এহেন মানসিকতার লোকেরা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর কাহিনি অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের মহান সৃষ্টি 'পথের পাঁচালি' যখন দুনিয়া জুড়ে স্বীকৃতি পেল, এরা বলল উনি 'দুনিয়ার হাটে দারিদ্র্য বিকিয়েছেন'। তবে মানুষ তাদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছে দুনিয়ার আস্তাকুঁড়ে। তৎকালীন সরকার এই চলচ্চিত্রটিকে প্রমোদকরমুক্ত করে। আন্তর্জাতিক পুরস্কারের পাশাপাশি জাতীয় পুরস্কারও পায় ফিল্মটি। আর আজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেসব ক্যামেরাপার্সন, রিপোর্টার, আইনজীবী ও সমাজকর্মী করোনা মহামারি ও লকডাউনের ফলে সবচেয়ে বিপন্ন মেহনতী মানুষ ও পরিযায়ী শ্রমিকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার, তাদের অসহায় অবস্থার চিত্র, কাহিনি তুলে ধরছেন তাদের আধিকারের জন্য লড়ছেন—শাসক গোষ্ঠীর লোকেরা তাঁদের গায়ে ' সর্বনাশের দূত'-এর তকমা এঁটে দিচ্ছেন।

'সর্বনাশের কাণ্ডারি'রা তাদের কাজ করতে থাকুক, আমরা আমাদের কাজ করি। ভারতকে যদি করোনা মহামারি ও লকডাউনের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, রাজা-উজিরদের ঢোল পিটিয়ে লাভ নেই। বরং প্রকৃত সমালোচনা ও সুপরামর্শ বেশি কাজে দেয়। অবশ্য শাসকরা যদি সেব মানেন ও কার্যকর করেন, তাহলেই।

কতগুলো কঠিন তথ্য দেওয়া যেতে পারে। করোনা মহামারি ও লকডাউন শুরু হবার আগেই কিন্তু আমাদের অর্থনীতির গতি কমে আসছিল। সরকারি সংস্থার দেওয়া তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধির হার ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরের ৭ শতাংশ থেকে ২০১৯-২০ তে নেমে এসেছে ৪.২ শতাংশে। একই সময়ে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সূচক ৪.৪ থেকে নেমে শূন্যের নীচে ০.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। লগ্নি ৩৪.২ শতাংশ থেকে নেমে ২৯.৭ শতাংশ, ব্যাঙ্ক ঋণ ১০ শতাংশ থেকে ৬.১ শতাংশ এবং রফতানি ১০ শতাংশ থেকে নেমে শূন্যের ও ৪.৮ শতাংশ নীচে নেমে গিয়েছে। বিখ্যাত রেটিং সংস্থা ক্রিসিল মনে করছে, চলতি ২০২০-২১ আর্থিক বছরে ব্যাঙ্ক ঋণ বৃদ্ধির হার শূন্যেরও নীচে নেমে যাবে। আর দেশের শিল্প সংস্থার মালিকদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ (সিআইআই) বলেছে, করোনা মহামারি ও লকডাউনের পরিণামে আমাদের অর্থনীতি কাজকর্ম থমকে গিয়েছে, এবং বৃদ্ধির গতি প্রচণ্ডভাবে কমবে। তাহলে শিল্পপতিরাও কি 'সর্বনাশের দূত'।

আমরা একটা ব্যাপারে কিন্তু একমত হতে পারি। করোনার হাত থেকে মানুষের প্রাণ বাঁচানো আর কাজ হারিয়ে না খেতে পেয়ে মরার হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোই আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা আমাদের করতেই হবে। ভারতে যত কর্মসংস্থান হয়, তার ৮০ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এইসব ক্ষেত্রের শ্রমিকরা আর দিনমজুরা (এদের বেশিরভাগই পরিযায়ী) কাজ হারিয়েছে, আর তাই আয়ের পথ হারিয়েছে। মালিকের সঙ্গে তাদের কোনও আইড় মোতাবেক চুক্তিও নেই। নেই কোনও সামাজিক নিরাপত্তার সংস্থান। অর্থনীতি চাঙা না হওয়া পর্যন্ত তাদের দারিদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার বিপদ বাড়তে থাকবে।

ভবিষ্যতে করোনার মোকাবিলায় সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং মেনে চলতে হবে। ফলে কাজের ধরনও বদলে যেতে পারে। আমাদের আর্থ বব্যস্থায় এখনকার অনেক কাজই গুরুত্ব হারাবে, হয়ত থাকবেই না। নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হবে নতুন ধরনের কর্মকুশলতার। আজ যারা কাজ হারাচ্ছে, তাদের অনেকেই হয়ত সেই ধরনের কর্মকুশলতা অর্জন করতে পারবে না। আর না পারলে বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। আমরা যদি একটা উপযুক্ত সামাজিক নিরাপত্তা বব্যস্থা গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে ভয়ঙ্কর সামাজিক সমস্যা দেখা দেবে। আর তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে আগে থাকতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে, তাদের হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

সমস্যা হল, কতগুলো রাজ্য সরকার মনে করছে, শ্রমিকদের দিনে ১২ ঘণ্টা করে কাজ করাতে না পারলে আমাদের আর্থব্যবস্থা চাঙা করা যাবে না। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান সম্পর্কে খুবই শিশুসুলভ ও সেকেলে ধারণা। এই নীতি নিলে একদিকে দেশের বেকার বাড়বে, অন্যদিকে দেশটাকেও মেহনতী মানুদের গায়ের জোরে ঠেলে দেওয়া হবে ডিকেন্স ও গোর্কির যুগে। তখন দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে, দুর্ঘটনার শিকার হবে, মারাও পর্যন্ত যেতে পারে। এমন অবস্থা কিছুতেই একটা সভ্য সমাজের কাম্য হতে পারে না। বরং আমাদের খুব বেশি করেচেষ্টা করতে হবে ম্যানুফ্যাকচারিং, পরিকাঠামো ও কৃষির বিকাশ ঘটনানোর কেননা এইশব ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থান হয় সবচেয়ে বেশি। আমাদের এমন এক ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যার উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার করবে গোটা দুনিয়ার শিল্প সংস্থা। তবে, এত রাতারাতি সম্ভব হবে না। অদূর ভবিষ্যতেও তার সম্ভাবনা নেই। গোটা দুনিয়ার আর্থব্যবস্থা ধুঁকছে, করোনা মহামারি ও লকডাউনের দৌলতে দুনিয়া জুড়ে চাহিদা-জোগানের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। উন্নত দেশগুলিতেও চাহিদা বাড়াতে সময় লাগবে। চাহিদা কমলে শিল্পপতিরা লগ্নি করবেন কেন? তাই বিশ্ব অর্থনীতি চাঙা না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার তাবড় তাবড় শিল্পপতিরা আমাদের দেশে লগ্নি কারর জন্য লানি লাগাবেন বলে আমরা যদি আশা করি, তাহলে নিজেদেরই ঠকতে হবে।

> প্রতিটি রাজ্যেরই উচিত ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরি করা। শিল্পস্থাপন করতে হবে অনুর্বর ও কম উর্বর জমিতে। আর কৃষির জন্য রাখতে হবে উর্বর জমি। গুরুত্ব বাড়াতে হবে ফল বাগিচা তৈরিও সম্প্রসারণের। মাথায় রাখতে হবে, আমাদের খাদ্যাভ্যাস বদলাচ্ছে। স্বচ্ছলরা তো বটেই, স্বল্প-স্বচ্ছলরাও আজকাল ডাল-ভাত-রুটি কম খাচ্ছেন। তাদের খাদ্য তালিকায় ফল, মাছ, পোলট্রি ও ডেয়ারিজাত সামগ্রীর পরিমাণ বাড়ছে। আমাদের যত অর্থনৈতিক উন্নতি হবে, মানুষের আয় যত বাড়বে, ততই বাড়তে বাধ্য এইসব সামগ্রীর চাহিদা।

গত কয়েক বছর ধরে, আমাদের জিডিপি বৃদ্ধির হার কমলেও, উৎপাদন বেড়েছে। অবশ্য, এ ব্যাপারে আমরা বরুণদেবের কৃপা পেয়েছি। আরও বেশি কর্মসংস্থান ও গ্রাম ভারতের সমৃদ্ধির জন্য কৃষি, ফল, ফুল উৎপাদন, মাছ চাষ, পোলাট্রি ও কৃপিণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে।

কাজ হারিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজের নিজের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে বলে সমস্যা যেমন তৈরি হচ্ছে, তেমনি নতুন সম্ভাবনার দরজাও খুলে যাচ্ছে। তৈরি হয়েছে আরও বেশি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে উন্নয়নের এক নতুন মডেল গড়ে তোলার সুযোগ। আর শ্রমের মর্যাদাই হবে সেই মডেলের মূল স্তম্ভ। এব্যাপারে উৎপাদন ও বিপণন উভয় ক্ষেত্রে কৃষকদের সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পাকে। আমুল-এর সাফল্য আর তা আমাদের ডেয়ারি মানচিত্রকে কীভাবে বদলে দিয়েছে সেকথা আমরা ভুলতে পারি না। প্রসার ঘটাতে পারি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণের নানা ক্ষেত্রে। রাজ্য সরকারগুলি ব্যাকওয়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামকে আরও প্রসারিত করতে পারে। তাতে শিল্পোদ্যোগীরা উৎসাহিত হবে, তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ।

প্রতিটি রাজ্যেরই উচিত ভূমি ব্যবহার মানচিত্র তৈরি করা। শিল্পস্থাপন করতে হবে অনুর্বর ও কম উর্বর জমিতে। আর কৃষির জন্য রাখতে হবে উর্বর জমি। গুরুত্ব বাড়াতে হবে ফল বাগিটা তৈরি ও সম্প্রসারণের। মাথায় রাখতে হবে, আমাদের খাদ্যাভ্যাস বদলাচ্ছে। স্বচ্ছলরা তো বটেই, স্বল্প-স্বচ্ছলরাও আকজাল ডাল-ভাত-রুটি, কম খাচ্ছেন। তাদের খাদ্য তালিকায় ফল, মাছ, পোলট্রি ও ডেয়ারিজাত সামগ্রীর পরিমাণ বাড়ছে। আমাদের যত অর্থনৈতেক উন্নতি হবে, মানুষের আয় যত বাড়বে, ততই বাড়তে বাধ্য এইসব সামগ্রীর চাহিদা।

একই সঙ্গে, গ্রামের মানুষের আয় বাড়াতে আমরা হস্তশিল্পের বিকাশ ও বিপণনের গুরুত্ব উপেক্ষা করতে পারি না। আমরা দেখেছি, করোনার আক্রমণ শহরে যতটা হয়েছে, গ্রামাঞ্চলে ততটা হয়নি। তাই মনে হয় শহরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে খামতি থাকবে কৃষি তার খানিকটা পুষিয়ে দেবে।

যাই হোক, হতাশ পরিযায়ী শ্রমিক সমেত গ্রামের গরিবদের ক্ষুধা, অপুষ্টি ও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। এই মানবিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার, তাদের আস্থা-বিশ্বস ফিরিয়ে আনার একটা কার্যকর হাতিয়ার আমাদের আছে—মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচি, যা একশো দিনের কাজের কর্মসূচি বলে পরিচিত। পরিযায়ী শ্রমিকরা গ্রামে ফেরা মাত্রই তাদের হাতে জবকার্ড তুলে দিতে হবে। এই বিকেন্দ্রীকৃত ও বিপুলভাবে বন্দির কর্মসূচি রূপায়ণের সব দায়িত্ব আর তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তুলে দিতে হবে পঞ্চায়েতের হাতে। কী কী কর্মসূচি নেওয়া হবে, তা তারাই ঠিক করবে। কেননা এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি তারাই সবছেতে ভালো জানে ও বোঝে।

সেই সঙ্গে, ভুললে চলবে না, গ্রামের মতো শহরাঞ্চলের জন্যও যদি একশো দিনের কাজের মতো কোনও কর্মসূচি থাকত, তাহলে এত শ্রমিক ফিরে যাবার চেষ্টা করত না।

বলা বাহুল্য, এতক্ষণ যেসব প্রস্তাব দেওয়া হল, তা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, একটা রূপরেখা মাত্র। তবে এটা ঠিক, যদি এগুলো রূপায়িত হয়, তাহলে গ্রামের মানুষ বাড়ির কাছে কাজ করার ও বাড়িতে অনেক ভালোভাবে থাকার ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচার সুযোগ পাবে। তখন তারা শহরে ভিড় জমাতে যাবে না। পরিণামে শহরের উপর চাপ কমবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

স্কুলশিক্ষা চালু করার ব্যবস্থা নিক সরকার

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

রাজ্যের এবং সারাদেশের স্কুল ছাত্রছাত্রীদের চলতি বছরের লেখাপড়া ক্রমশ বড় প্রশ্নচিহ্নের সামনে। লকডাউন উঠে যাওয়ার পর করোনা আক্রান্তের পরিমাণ যত বাড়ছে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে স্কুল নিক খোলা সম্ভব? কবে খোলা সম্ভব? এই নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবকদের মধ্যে মত মতান্তর প্রতিভাত হচ্ছে। রাজ্যজুড়ে আলাচনা চলছে।

সরকার চাইছেন না জুলাইন মাসের শেষের আগে এই রাজ্যের স্কুল শিক্ষা শুরু হোক। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মানসম্পদ মন্ত্রী ইঙ্গিত, সারাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হোক আগস্টের পর। ১৫ আগস্টের মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশিত হওয়ার পর এবং কলেজগুলিতে নতুন ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পর। সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একসঙ্গে করার কথা ভাবা হচ্ছে।

এতটা দিন যদি সত্যি সত্যি বন্ধ রাখতে হয় পরিস্থিতির প্রয়োজনে তাহলে শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়েই নতুন করে ভাবতে শুরু করতে হবে। স্কুলগুলিতে বাচ্চারা আসবার পরেও যে করোনা দেশ থেকে চলে যাবে তা নয়।

সবচাইতে আগে বলতে হয় আরো একট কথা যেভাবে আন-লকডাউন করে দেওয়ার পর সাধারণ মানুষ মুখে মাস্ক পর্যন্ত দিচ্ছে না, সেখানে ঘরে ঘরে করোনা তো পৌঁছে যাচ্ছে বাবা মা যখন রাস্তায়, বাজারে, কাজেকর্মে বেরোচ্ছে তাদের মধ্যে দিয়েই। তাহলে শুধু স্কুল না পাঠিয়ে বাচ্চা বাড়িতে থাকলেই কি বাচ্চা নিরাপদ থাকছে? জনজীবন যেকানে উন্মুক্ত, সেখানে স্কুল বন্ধ রেখে কি হবে? তাই স্কুল খোলা হোক। কারণ, যারা ভাবছেন স্কুল খুললে বাচ্চা আক্রান্ত হবে সেটা যাতে না হয় বরং তার জন্য নতুন ভাবে ভেবে দ্রুত স্কুল খোলার জন্য একটা ব্যবস্থা করা হোক। কারণ, এটা বুঝতে হবে যে মানুষ যখন অনিয়ন্ত্রিত গণপরিবহণ ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছে, করোনা সেখান থেকেই আসতে পারে বাড়িতে, বাচ্চার সুরক্ষা তাই নেই। শুধু শুধু দেরি করা নানে বাচ্চাদের শিক্ষার চরম ক্ষতি করা। ক্ষতিটা অপূরণীয়। কারণ যত দেরিতে স্কুল খুলবে, ততই অপরিনত জ্ঞান ও চর্চার মধ্যে দিয়ে এই বছরের একটা বড় সময় কেটে যাবে, যে অভাবে সামনের বছরে তাকে ক্লাসে তুলে দেওয়া হলেও নতুন ক্লাসের জ্ঞান অর্জন করার ক্ষমতা তার তৈরি হবে না। তাই এটা যদি কেউ ভাবে যে এক বছর কম পড়লে কিছু যায় আসে না সেটার উত্তর হলো লেখাপড়ার যে অভাব এক বছরে ঘটে, তার রেশ অনেক সময় থেকে যায় সারা জীবন জুড়েই। গত বছরের লেখাপড়ার ঘাটতির উপর দাঁড়িয়ে যদি কেউ নতুন বিষয় আয়ত্ব করতে যায়, সেই ঘাটতি না মিটিয়ে সেটা অনক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তাই করোনা হলো বলে সার্টিফিকেটে পাস করিয়ে দেওয়ার মতো বমেরাং আর কিছু হতে পারে না। এভাবেই একটা প্রজন্মের বৌদ্ধিক ভিত নষ্ট হয়ে যায়। বরং আসুন ছাত্রছাত্রীদের স্কুলমুখী করেও যাতে তাদের করোনা না হয় সেই ব্যবস্থা করতে চষ্টে করি। নইলে দু'মাস পরে স্কুল আসার কথা বলেই দায় মেনেট না।

জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর যে মাসই হোক। দেশের তখনও করোনা বহালতবিয়তে থাকেব। এবং স্কুলগুলি থেকে তা সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কাও থাকবে। প্রত্যেক ছাত্রাছাত্রীর শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা মুখে মাস্ক হাতে দস্তানা থাকলেও একই ক্লাস ধরে বসে থাকা কোনও করোনা আক্রান্ত শিশুর কাছ থেকে যে সেই ঘরে অন্যরা সংক্রমিত হবে না তার গ্যারান্টি কি চিকিৎসা বিজ্ঞান দিচ্ছে? একটি বেঞ্চের মধ্যে দু'জন করে বসানোর কথা ভাবা হচ্ছে। একটি বেঞ্চ ক'ফুট হয়? ছয় ফুট। তার মধ্যে দু'জন? মধ্যবর্তী গ্যাপ মানে দুই আড়াই ফুট। করোনা প্রতিরোদেণ এতদিন তো বলা হযেছে এর থেকে অনেক বেশি দূরত্ব বজায় রাখতে। কিন্তু মুশকিল হল, ৫০ জনের একটি ক্লাসে এভাবে বসলেও তাদের সম্মিলিত কথোপকথনে বাতাসে যে পরিমাণ থুতু অদৃশ্য ভাবে মিশে থাকবে সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য তো যথেষ্ট। একটি ১০X১০ ঘরের মধ্যে তিনজনের বেশি বসানে াহলে সংক্রম ছড়াবেই। সরকারি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী স্কুলগুলির ঘরের পরিমাপ হয় ২৫ ফুট X ১৬ ফুট। সংক্রমণ থেকে দূরে থাকার জন্য এক একজনের মধ্যে যদি কমপক্ষে চারফুট দূরত্ব রাখতে হয় তাহলে ৪০০ স্কোয়ার ফুটের ঘরে শিক্ষকের জায়গা বাদ দিয়ে ধরলে ২০ থেকে ২৫ জনের বেশি বসানো ঠিক হবে না।

একটি ক্লাসে যদি ৫০ জনের বেশি ছাত্র হয় তাহলে তাদরে জন্য দরকার হবে দুটি করে সেশন। যাদের শতাধিক ছাত্রছাত্রী, তাদের চারটি করে সেশন দরকার হবে এক একটি ক্লাসের জন্য। এটা কিভাবে সম্ভব হবে? ক্লাসের সময় কমিয়ে দিয়ে। অথবা সমপরিমাণ শিক্ষক নিয়োগ করে, আর্থিক দিক থেকে যা অসম্ভব। অর্থাৎ দূরত্ব রাখবার জন্য একটি ক্লাসকে ভেঙে বেঙে অনেকগুলো ব্যাচ বানানো এবং প্রতি ক্লাসে পড়ানোর সময় কমানোটা একমাত্র উপায়। সে ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের জন্য এগারোটা চারটে স্কুল আর থাকবে না। সেটা কমে আসতে পারে এগারোটা থেকে একটা, একটা থেকে তিনটে, আর তিনটে থেকে পাঁচটার স্কুলে। দুই ঘণ্টার মধ্যো পাঁচটা ক্লাস। কুড়ি মিনিটের। প্রার্থীনা ও টিফিন দশ মিনিক করে। এইভাবে তাহলে সারাদিনে একটি ক্লাসের তিনটি সেশন করা সম্ভব? রোল নম্বর অনুযায়ী বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন সেশান ভাগ করে দেওয়া যায়। এক একটি ঘরে ২৫ থেকে ৩০ জন করে বসলে তিনটি সেশনে মোট ৭৫ জনের ক্লাস হবে। যাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা একশ কুড়ি থেকে দেড়শোর কাছাকাছি এক একটি ক্লাসে, সেই সব স্কুলে দৈনিক তিনটি করে সেশন হিসেবে একদিন অন্তর এই ছাত্রছাত্রীদেরকে ক্লাস করলে হয়তো সম্ভব।

এসব হলো সংখ্যার ভিত্তিতে সমাধানের ভাবনা। কিন্তু এভাবে ভাবা হলেই যে সমাধান হচ্ছে মোটেই তা নয়। যেসব স্কুলে খুব ছোট ছোট বাচ্চাদের ক্লাস হয়, নার্সারি, প্রি -প্রাইমারি বচ্চাদের নির্দিষ্টি দূরত্ব রেখে ক্লাস চলাকালীন বসিয়ে রাখা অসম্ভব। তাদের সঙ্গে টিচারদের সম্পর্কটা থাকে মা সন্তানের মতন। সেখানে বডি কন্টাক্ট করবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের করতে হয়। বাস্তবে তাই স্কুল এভাবে খুলে দিয়ে দূরত্ব বাজায় রাখার কথা ঘোষণা করলেও করোনা সংক্রমণ রুখে দেওয়া সম্ভব নয়। গণপরিবহণেণ ক্ষেত্রে বাসে ট্রামে যে অবস্থায় পরিস্থিতির চাপে যাত্রীরা একে অপরের কাছে চলে যাচ্ছে, সেভাবে স্কুলের মধ্যেও হবে। তাই সরকারকে বিকল্প ভাবতে হবে। স্কুল শিক্ষার রকমফের বদলাতে হবে। এর জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন করে শিক্ষার সঙ্গে জড়িত সমস্ত মহলের সঙ্গে কথা বলা শুরু কার দরকার অবিলম্বে।

একটি মডেল করোনা পরবর্তী বিশ্বের সমস্ত কিছু বদলে যাচ্ছে। বাচ্চাদের স্কুল খোলা নিয়ে সরকার এবং অভিভাবক মহলে আপত্তি আছে। বাচ্চাদের স্কুল বিশেষত এইট পর্যন্ত খোলার সম্ভাবনা খুবই কম। এ মতো পরিস্থিতিতে স্কুলে সত্যিই কবে আবার বাচ্চারা আসবে তার কোনা নিশ্চয়তা নেই। আশঙ্কা আছে অনেক বাচ্চা ক্রমশ অনলাইনেও পড়া নেওয়া বন্ধ করে দিতে পারে, বাবা মায়েরা নিজেরাই পড়ানোর দিকে ঝুঁকবেন কারণ তারাও বুঝে যাচ্ছেন যে আপাতত স্কুল বাচ্চাকে নিয়ে শুরু হবে না। আগামী তিন মাস বা পাঁচ মাস মনে হয় না স্কুল খুললেও বাচ্চাকে বাবা মা পাঠাবে। বেসরকারি স্কুলগুলো বন্ধ হলে জীবিকা হারাতে বাধ্য হবে শুধু এই রাজ্যের কয়েক লক্ষ বেসরকারি শিক্ষক শিক্ষিকা।

এর জন্য এই সময় যেটা সবার আগে দরকার সেটা হল প্রতিদিন অনলাইনে এমনভাবে পড়াশোনা দিতে হবে যাতে শুধু বাচ্চার পড়াশোনা নয়, স্কুলের সঙ্গেও অভিভাবকদের যোগাযোগ নিবিড় থাকে।

অভিভাবকের মন যেন কোনও রকমেই যেন স্কুল থেকে উঠে না যায়। তার জন্য পড়াশোনা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদের সঙ্গে কথোপকথন বাড়তে হবে।

সমস্যা হলো অনলাইনে লেখাপড়া থাকছে, কিন্তু অনেক স্কুলের পরিবেশ বলে কিছু থাকছে না। সেটা আরও খারাপ। তাই সব বাবা মাকে পড়াশুনো বিষয়ে সপ্তাহে দুই দিন অন্তত কমপক্ষে জানতে চাওয়া এবং তাদের সমস্যা সমাধান করা এই সময়ের সব চাইতে প্রধান কাজ। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

TRAFFIC ASSISTANCE BOOTH & HELMET BANK
TRIPURA TRAFFIC
Eatopia
Zanna
RESTAURANT

মঙ্গলবার গণমুক্তি পরিষদ আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

মঙ্গলবার রাত নয়টা থেকে গুয়াহাটির ১১টি ওয়ার্ডে সম্পূর্ণ লকডাউন

গুয়াহাটি, ২৩ জুন (হি.স.) : গণ-সংক্রমণ রুখতে গুয়াহাটিতে ফের জারি করা হয়েছে সম্পূর্ণ লকডাউন। তবে সমগ্র গুয়াহাটি নয়, ১১ ওয়ার্ডে আজ মঙ্গলবার রাত নয়টা (৯:০০) থেকে বলবৎ হবে সম্পূর্ণ লকডাউন। জানিয়েছেন কামরূপ মহানগরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বজিৎ পেগু। সাংবাদিকদের ডেকে আয়োজিত বৈঠকে জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু বলেন, আজ রাত নয়টা থেকে আগামী ১৪ দিনের জন্য মহানগরের ১১টি ওয়ার্ডে লকডাউন বলবৎ হবে। প্রথমে সাতটি ওয়ার্ডে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু করোনার গণ-সংক্রমণ রুখতে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ১১ করা হয়েছে। আগের চেয়ে এবারের লকডাউন কঠোর হবে। নিয়মিত চলবে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর টহল।

তবে লকডাউনের আওতাভুক্ত এলাকায় কড়া বিধিনিষেধের মধ্যে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দোকান, জরুরিকালীন পরিষেবা, ফলমূল, শাক-সবজি এবং দুধের দোকান খোলা থাকবে বলে জানান জেলাশাসক। জরুরিকালীন পরিষেবা ছাড়া যে কোনও ব্যক্তিগত যানবাহন, যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ১১ ওয়ার্ড এলাকায়।

আজ রাত নয়টা থেকে মহানগরের যে ১১টি ওয়ার্ডে সম্পূর্ণ লকডাউন বলবৎ হবে সেগুলি যথাক্রমে

ওয়ার্ড নম্বর ২-এর অন্তর্গত আনন্দনগর, জয়মতীনগর, নিউ আদাবাড়ি, পাণ্ডু রেলওয়ে মার্কেট এবং পাণ্ডু ফেরিঘাটের ৩, ৪, ৫ এবং ৬ নম্বর কলোনি, নিউ রেলওয়া কলোনি, ইনস্টিটিউট কলোনি, গারপাণ্ডু, লোকো কলোনি, চাঁদিলাপুরের একটি অংশ, বিবিসি কলোনি।

ওয়ার্ড নম্বর ৩-এর অন্তর্গত কামাখ্যা রেলস্টেশন এলাকা, গ্রিন পার্ক কলোনি, বড়িপাড়া, কামাখ্যানগর, কাঠিয়া দলং (সেতু), ফুলপাহিনগর, পাণ্ডুবনগর, সমগ্র আদাবাড়ি তিনিআলি, পাণ্ডুপোর্ট রোড, শকুন্তলা কলোনি, ট্রায়াঙ্গুলার কলোনি, দেশবন্ধুপাড়া, কৈলাশনগর, চানাপট্টি, কলেজ গেট ডাউন, সুভাষনগর, রেস্ট ক্যাম্প, আমেরিকান কলোনি, রেস্টক্যাম্প শাটল গেট, হঠাৎ কলোনি, অ্যাকাউন্টস কলোনি এবং ভরালিপাড়া।

ওয়ার্ড নম্বর ৪-এর অধীন পাণ্ডু এসআরপি অফিস এলাকা, টেম্পলঘাট, পাণ্ডু পাণ্ডব মন্দির এলাকা, বিষ্ণুমন্দির পার্বত্য এলাকা, পশ্চিম কামাখ্য কলোনি, কামাখ্যা কলোনি, নিজরাপাড়, মালিগাঁও গেট নম্বর ১ হিলসাইড ভূতনাথ বিএসএফ ট্রানজিট ক্যাম্প পর্যন্ত।

ওয়ার্ড নম্বর ৫-এর অধীনস্থ মালিগাঁও পূর্ব গোটানগর, আদর্শ কলোনি, বিজি কলোনির এক অংশ, গোশালা, মালিগাঁও পেট্রোলপাম্প এলাকা, দুর্গা সরোবর এবং শান্তিপুর।

ওয়ার্ড নম্বর ৬-এর অধীনে ধীরেনপাড়া, গণেশপাড়া, মনপাড়া, দতালপাড়া, কটাহবাড়ি, গড়চুক এবং জ্যোতিকুচির এক অংশ।

ওয়ার্ড নম্বর ৭-এর অন্তর্গত গোটানগর, গোটানগর এনসি, মালিগাঁও এনসি, ফাটাশিল এনসি, দুর্গাসরোবর, ফাটাশিল এবং ধীরেনপাড়ি হিল সাইড।

ওয়ার্ড নম্বর ৮-এর অন্তর্গত কুমারপাড়া, মাছখোয়া, আটগাঁও (একটি অংশ) এবং ভরলুমুখ।

ওয়ার্ড নম্বর ৯-এর অন্তর্গত ছাত্রীবাড়ি, কৃষ্ণনগর, টকৌবাড়ি, ফ্যান্সিবাজার ও আটগাঁওয়ের একটি অংশ।

ওয়ার্ড নম্বর ১০-এর অন্তর্গত ফ্যান্সিবাজার, পল্টনবাজার এবং পানবাজারের সমগ্র এলাকা।

ওয়ার্ড নম্বর ১৫-এর অধীন কালিচরণ নার্সিংহোম এলাকা, ফাটাশিলের এক অংশ, বিষ্ণুপুর, ভাস্করনগর ভিআইপি হোটেল পর্যন্ত, কালাপাহাড় এবং বিমলানগর।

ওয়ার্ড নম্বর ১৬-এর অন্তর্গত ভাস্করনগর থেকে ওদালবাক্রার এক অংশ পর্যন্ত, আমবাড়ি তিনিআলি, সাইকেল ফ্যাক্টরি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল এলাকা, ডালডা ফ্যাক্টরি সেতু পর্যন্ত, বর্ষাপাড়া, লালগণেশ, রোলিং মিল, বণিকপাড়া এবং আনন্দনগরের এক অংশ।

করোনার কারণে হজে যাবে না ভারতীয় মুসলমানরা : মুক্তার আব্বাস নাকভি

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি. স.): করোনার জেরে এই বছর সৌদি আরবে হজ করতে যাবে না ভারতীয় মুসলমানরা বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি। মঙ্গলবার মুক্তার আব্বাস নাকভি জানিয়েছেন, সোমবার সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী মহাম্মদ সালেহ বিন তাহের বেন্তেনের ফোন এসেছিল। ফোনে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের করোনার কারণে হজে না যাওয়ার পরামর্শ দেন।গোটা দুনিয়ার মতো সৌদি আরবেও করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সৌদি আরবের এমন পরামর্শ স্বাগত যোগ্য।জনগণের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এবারের মতন ভারতীয়দের হজ যাত্রা বাতিল করা হল।

২০২০ সালে সৌদি আরবে হজে যাওয়ার জন্য ২ লাখ ১৩ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। এর জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে অর্থ দিয়েছিল।

তা ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। এদিন থেকেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ২০১৯ সালে ২ লাখ ভারতীয় মুসলমান হজে গিয়েছিল। যার মধ্যে ৫০ শতাংশই মহিলা ছিল। ২০১৮ সালে মেরহম প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে হজে যাওয়া মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০৪০।

নাগাল্যান্ডে ৫০, মেঘালয়ে দুই নতুন করোনা পজিটিভ সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে যথাক্রমে ৩৩০ এবং ৪৬

গুয়াহাটি, ২৩ জুন (হি.স.) : নাগাল্যান্ডে আজ একসঙ্গে নতুন ৫০ জনের দেহে ধরা পড়েছে কোভিড-১৯ পজিটিভ। পাশাপাশি মেঘালয়েও আরও দুজনের শরীরে সংক্রমণের তথ্য পাওয়া গেছে। নতুন আক্রান্তদের নিয়ে নাগাল্যান্ডে মোট সংখ্যা ৩৩০ এবং মেঘালয়ে ৪৬-এ পৌঁছেছে।

মঙ্গলবার নাগাল্যান্ডের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী এস পাংন্যু ফোম তাঁর অফিশায়াল টুইটে জানিয়েছেন, আজ আরও ৫০ জনের দেহে ধরা পড়েছে কোভিড-১৯ পজিটিভ। সোমবার ৩১২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে আজ এই ৫০ জনের পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে। পজিটিভ রোগীদের মধ্যে ডিমাপুর কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ২৪ জন, কোহিমা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ১৪ জন এবং পেরেন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের ১২ জন। নাগাল্যান্ডে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৩৩০ জন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৪১ জন এবং এখনও সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৮৯ জন।

এদিকে মেঘালয়েও নয়া আরও দুজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা টুইট করে বলেছেন, উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত দুজনের নমুনা টেস্ট করে পজিটিভ এসেছে। এঁরা দক্ষিণ গারোপাহাড় জেলার বাসিন্দা। দুজনেই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, এঁদের নিয়ে মেঘালয়ে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা ৪৬ হয়েছে। একজনের মৃত্যুর পাশাপাশি ৩৭ জনকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সক্রিয় রয়েছেন আটজন।

POLICE HEADQUARTERS
TRIPURA, AGARTALA
AIDYO
DSO
MSS

মঙ্গলবার পুলিশ সদর কার্যালয়ের সামনে ডিএসও উদ্যোগে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জে অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই করে চলছে যানবাহন, লঙ্ঘিত করোনা বিধি সামাজিক সংক্রমণের আশঙ্কা

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ জুন (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচলে বেশকিছু বিধিনিষেধ বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু করিমগঞ্জ শহর সহ সমগ্র জেলায় সরকারি বিধিনিষেধ লঙ্ঘিত হচ্ছে। সরকারি নির্দেশ অনুসারে শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে যানবাহনগুলোর যাত্রী বহন করার কথা। যাত্রীবাহী ছোটবড় যানবাহনগুলো দ্বিগুণ ভাড়া আদায় করে থাকলেও, সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করছে। সাধারণ যাত্রীরা এ নিয়ে প্রতিবাদ করলেও চালকেরা কোনও ভ্রুক্ষেপ করছে না।চোখের সামনে দিয়ে এ সব বেআইনি কাজ চলতে থাকলেও, জেলা প্রশাসন এবং জেলা পরিবহণ বিভাগের কর্মকর্তাগণ নীরব। নানা প্রয়োজনীয় কাজে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণকে করোনা অতিমারিকে এক পাশে রেখে দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে জেলা সদরে আসা-যাওয়া করতে বাধ্য হচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে মারণ ভাইরাস কোভিড-১৯ সামাজিক সংক্রমণের তীব্র আশঙ্কা বিদ্যমান। বদরপুর থেকে করিমগঞ্জ আসতে ২০ টাকা ভাড়ার বদলে ৫০ টাকা খরচ করতে হচ্ছে। পাথারকান্দি থেকে জেলা সদরে আসতে সুমো সহ ছোট যাত্রীবাহী গাড়িগুলো ৫০ টাকার পরিবর্তে ১০০ টাকা ভাড়া আদায় করছে। ফকিরাবাজার থেকে শহরে আসতে অটোরিকশা সহ ই-রিক্সা ১৫ টাকার বদলে ৩০ টাকা নিচ্ছে। লক্ষ্মীবাজার থেকে শহরে আসতে তিন চাকার যানগুলো ১০ টাকার বদলে ২০ টাকা আদায় করছে। নিলামবাজার থেকে করিমগঞ্জ শহর পর্যন্ত ২০ টাকার জায়গায় ৪০ টাকা, কখনও আবার ৫০ টাকাও আদায় করে নিচ্ছে সুমো, অটো চালকরা।তদ্রুপ রামকৃষ্ণনগর থেকে করিমগঞ্জ শহরে আসতে সাধারণ যাত্রীদের ৬০ টাকার বদলে দ্বিগুণ অর্থাৎ ১২০ টাকা ভাড়া বাবদ খরচ করতে হচ্ছে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ জনগণ এই চরম সংকটের সময় গাঁটের পয়সা দ্বিগুণ খরচ করেও জেলা সদরে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। যাতে অন্তত এই করোনা ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পান। কিন্তু যাত্রীবাহী যানবাহনের চালকদের এ ব্যাপারে কোনও মাথা ব্যথা নেই।সচেতন জনগণের মতে, জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিবহণ বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রচ্ছন্ন মদতেই চালকরা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়ম না মেনে অতিরিক্ত যাত্রী বহন করে চলছে এবং সাধারণ জনগণের পকেটও কাটছে। শহরের ভিতরে অটোরিকশা ও ই-রিকশাগুলোর ভাড়া ১০ টাকা নির্ধারিত থাকলেও, চালকরা যাত্রীদের কাছ থেকে ২০ টাকা আদায় করছে। ভাড়া দ্বিগুণ নেওয়ার উদ্দেশ্য হল কম সংখ্যক যাত্রী নিয়ে চলা। কিন্তু জেলা প্রশাসন ও জেলা পরিবহণ বিভাগের কর্মকর্তাদের চোখের সামনে শহরেই অটোরিকশা ও ই-রিকশাগুলো ৪/৫ জন যাত্রী নিয়ে অবাধে চলাচল করছে। প্রশাসন এবং বিভাগীয় কর্তাব্যক্তিরা সবকিছু দেখেও রহস্যজনক ভাবে নীরবতা পালন করছেন।ভুক্তভোগী এবং সচেতন নাগরিকদের গুরুতর অভিযোগ, জেলা দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা তো জেলার বিভিন্ন স্থানে দিবানিশি জাতীয় সড়কে ওত পেতে থাকেন। দূরপাল্লার পণ্যবাহী লরি থেকে অর্থ আদায়ই হচেছে এঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করে গাড়িগুলো সমগ্র জেলাব্যাপী অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই করে চলাচল করছে। জাতীয় সড়কে ওত পেতে বসে থাকা জেলা দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকদের চোখে এ সব আইন অমান্যকারী ঘটনা ধরা পড়ে না।প্রতিদিন করিমগঞ্জ জেলায় নতুন নতুন করোনা আক্রান্ত ধরা পড়ছে। তাঁর উপর যাত্রীবাহী গাড়িগুলিতে শারীরিক দূরত্ব বজায় না রেখে চলাচলে এই মারণ ভাইরাস কোভিড-১৯ সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। সময় থাকতে জেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ না নিলে, করিমগঞ্জ জেলায় এই ভাইরাস কমিউনিটি ট্রান্সমিশনে পরিণত হতে সময় লাগবে না বলে জেলার সচেতন মহল গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

জ্বালানি তেলের দাম কমছেই না, টানা ১৭ দিন মহার্ঘ্য পেট্রোল-ডিজেল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৩ জুন (হি.স.): জ্বালানি তেলের দাম কমছেই না, মধ্যবিত্তের চিন্তা বাড়িয়ে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে। এই নিয়ে পরপর ১৭ দিন, মঙ্গলবারও মহার্ঘ্য হল জ্বালানি তেল। দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই, সমস্ত মেট্রো শহরে দাম বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের। ০.২০ পয়সা দাম বৃদ্ধির পর এদিন দিল্লিতে পেট্রোলের দাম দাঁড়িয়েছে ৭৯.৭৬ টাকা, কলকাতায় ০.১৮ পয়সা বাড়ার পর পেট্রোলের দাম ৮১.৪৫ টাকা, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়েছে ০.১৮ পয়সা ও চেন্নাইয়ে ০.১৭ পয়সা করে বাড়ার পর পেট্রোল ও ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৮৬.৫৪ টাকা এবং ৮৩.০৪ টাকা।

বিগত ১৬ দিনের মতো মঙ্গলবারও পেট্রোলের পাশাপাশি দাম বেড়েছে ডিজেলের। এদিন ০.৫৫ পয়সা বাড়ার পর দিল্লিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৭৯.৪০ টাকা, কলকাতায় ০.৪৯ পয়সা বাড়ার পর লিটারপ্রতি ডিজেলের দাম ৭৪.৬৩ টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। মুম্বইয়ে ডিজেলের দাম বেড়েছে ০.৫২ পয়সা এবং চেন্নাইয়ে ০.৪৭ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দাম। মুম্বই ও চেন্নাইয়ে ডিজেলের বর্ধিত দাম যথাক্রমে-৭৭.৭৬ টাকা এবং ৭৬.৭৭ টাকা।

মঙ্গলবার আগরতলায় বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ছবি- নিজস্ব।

ডিমা হাসাও জেলায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১০৫ জনে বৃদ্ধি

হাফলং (অসম), ২৩ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১০৫ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। মঙ্গলবার আবার নতুন করে পাঁচ জনের শরীরে করোনা ভাইরাসের প্রমাণ পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় বার করোনা টেস্টের রিপোর্টে এই পাঁচ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই পাঁচ জনের মধ্যে এক জনকে সোমবার করোনা ভাইরাস আক্রান্ত সন্দেহে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হাফলং সরকারি চিকিৎসালয়ের আইসোলেশনে ভর্তি করার পর গতকালই দ্বিতীয়বার ওই ব্যক্তির লালারস সংগ্রহ করে ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার ওই ব্যক্তির করোনা টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এছাড়া বাকি চার করোনা আক্রান্ত রোগীর মধ্যে তিন জনকে রাখা হয়েছিল হাজাইচেক ভিলেজ কমিউনিটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে এবং এক জনকে রাখা হয়েছিল লাইসং কমিউনিটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে।

স্বাস্থ্য বিভাগের সূত্র জানিয়েছে, এই পাঁচ জনের প্রথমবার করোনা টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। তবে দ্বিতীয়বার করোনা টেস্ট করার পর মঙ্গলবার এই পাঁচ জনের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এদের মধ্যে তিন জন পুরুষ ও দুজন মহিলা রয়েছেন। তাদের বয়স ২২ থেকে ২৬-এর মধ্যে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের সূত্রটি। উল্লেখ্য, ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ১০৫ জনের মধ্যে ৫৭ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। ৪৮ জনের চিকিৎসা চলছে হাফলং সরকারি হাসপাতালে।

করোনাক্রান্ত বিধায়কের আশু আরোগ্য কামনায় মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ করিমগঞ্জের মেদলিতে

পাথারকান্দি (অসম), ২৩ জুন (হি.স.) : করোনায় আক্রান্ত পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের আশু আরোগ্য কামনা করে মেদলিতে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ করেছেন তাঁর অনুগামী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় খবর চাউর হয়, পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি করিমগঞ্জের কোভিড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, রয়েছেন

ছয়ের পাতায়

বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে করিমগঞ্জবাসীকে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন কমলাক্ষ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ জুন (হি.স.) : যে কোনও কেউ করোনায় আক্রান্ত হতে পারেন। পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল আক্রান্ত হয়েছেন। আগামীতে আমিও যে আক্রান্ত হব না, এর কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই সময় থাকতে সকলকে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। বুধবার এভাবেই জেলাবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, পাথারকান্দির বিধায়কের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন তাঁদেরকে স্বেচ্ছায় কোয়ারেন্টাইনে যাওয়া উচিত। কয়দিন আগে করিমগঞ্জ সফরে এসেছিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী নবকুমার দোলে। সেখানে মন্ত্রীর সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু পালকে দেখা গেছে। সেদিন কৃষ্ণেন্দু পালের গা ঘেঁষে জেলা পরিষদ কার্যালয়ের কনফারেন্স হল-এ বসে সভা করেছিলেন বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। জেলাশাসক আম্বামুথান এমপিও কৃষ্ণেন্দু পালের সংস্পর্শে এসেছেন বলে মন্তব্য করে প্রমাণস্বরূপ একটি ফটোও সংবাদ মাধ্যমকে দেখান বিধায়ক কমলাক্ষ।

বিধায়ক কমলাক্ষ বলেন, নিয়ম সবার জন্য এক হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান উজান অসমের বাঘজান পরিদর্শনে এলে কোয়ারেন্টাইনের প্রয়োজন হয় না, আর সাংসদ গৌরব গগৈ (কংগ্রেস) মণিপুর যেতেই তাঁকে কোয়ারেন্টাইন করা হল। এই মন্তব্য করে কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, আজকাল কোয়ারেন্টাইন নিয়েও রাজনীতি চলছে, যা মোটেই শোভনীয় নয়। গতকালও করিমগঞ্জের ডিসি অফিসে পাথারকান্দির বিধায়ক গিয়েছিলেন। নিয়মমতো পুরো ডিসি অফিসকে সেনিটেশন করা দরকার ছিল। কমলাক্ষ বলেন, বিজেপি নেতাদের উচিত স্বেচ্ছায় তাদের সোয়াব টেস্ট করানো। নিভৃতবাসে যাওয়া দরকার। এটা হলে বাঁচবে পুরো করিমগঞ্জ জেলা সহ সদর শহর, মন্তব্য করেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

ছয় দশকের উন্নয়নের ফারাক ছয় বছরে ঘুচিয়েছে প্রধানমন্ত্রী, দাবি জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি. স.): ইউপিএ-র আমলে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলতেন না তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু করোনা ভাইরাস নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ছয়বার বৈঠকে বসেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ নিয়েছেন। উন্নয়নের যে ব্যবধান গত ছয় দশক ধরে তৈরি হয়েছিল।ছয় বছরের মধ্যে সেই ফারাক কমিয়ে এনেছেন প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার অসমের জনসংবাদ রেলিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জানিয়েছেন, ২০১৪ সালের আগে দেশ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল। সরকারের কোন দিশা নির্দেশ বা দৃষ্টিকোণ ও পরিকল্পনা ছিল না।বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে পরিণত হয়েছিল।ভারত এখন গোটা বিশ্বে ভারত অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।দেশের লক ডাউন যখন জারি হয়েছিল তখন ভারত একটিও পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট তৈরি করত না। এখন প্রতিদিন সাড়ে চার লাখ পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট ভারতে তৈরি হচ্ছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু ও সবজান্তা সামাজিক মাধ্যম

শুভঙ্কর দাস

বর্তমান সময়ে প্রতিটি মানুষেরই দুটি করে সত্ত্বা থাকে। একটি তার বাস্তবিক সত্ত্বা। অর্থাৎ সে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রুটিরুজির সন্ধানে নিরন্তর সংগ্রাম। ট্রেন-বাসের ধাক্কা পেরিয়ে কর্মস্থলে পৌঁছনো এবং দিনের শেষে বাড়ি ফেরা। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়া আন্তরিকতার সূত্রে। এসবই তার সামাজিক পরিচিতি। কিন্তু আধুনিককালে এর সঙ্গে অপর একটি পরিচিতিও তার সত্ত্বার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আর সেটা হলো সামাজিক মাধ্যমে তার আনাগোনা। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটারে অবাধ বিচরণের মধ্যেই দ্বিতীয় সত্ত্বাটি জন্ম নিয়েছে। বহু মানুষই সামাজিক মাধ্যমে নিজের অভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করে থাকেন। মনুষ্য সমাজের পক্ষে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা নিরিখে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও মন্তব্য করে চলেছে। নিজের হতাশা, ব্যর্থতা এবং ক্ষমতাবানের সামনে প্রতিবাদ না করতে পারা অক্ষমতাকে আড়াল করার জন্য সামাজিক মাধ্যম এই সকল মানুষদের জন্য একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

সম্প্রতি সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুই তার প্রমাণ। আদালতে এখনও প্রমাণিত হয়নি তার মৃত্যু আত্মহত্যা না খুন। তার মৃত্যুর পেছনে প্রকৃতভাবে কার হাত রয়েছে, তাও তদন্ত সাপেক্ষ। কিন্তু সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীরা যাদেরকে আবার নেটিজেনও বলা হয়। তারা আত্মহত্যা বলে গোটা বিষয়টিকে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো। এমনও দাবি করা হলো এই নেটিজেনদের তরফ থেকে যে সুশান্ত হতাশায় ভুগছিল, তাই জীবনের এই চরম পথকে বেছে নিল। এমনকি প্রবাদপ্রতিম বলিউড প্রযোজক, পরিচালক করণ জোহর ও অভিনেত্রী আলিয়া ভট্টকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল, কোনও যুক্তি ছাড়াই। গোটা বিষয়টায় আগুনে ঘি এর মতন কাজ করলো দেশের বৈদ্যুতিক গণমাধ্যমগুলো।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু, কৃষকের আত্মহত্যা নিয়ে যে সকল গণমাধ্যম এতদিন খুব একটা সরব ছিল না। তারাই স্টুডিওতে বসে থেকে সুশান্ত মৃত্যুর ময়নাতদন্ত করে চলল। আসলে দুঃখের মধ্যেও যে একটা বিনোদন লুকিয়ে থাকে। সেটা এই সকল সংবাদমাধ্যম খুব ভাল করেই জানে। গ্লামার, দুঃখ এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আনন্দকে মিলিয়ে মিশিয়ে একটা রহস্য রোমাঞ্চ ভরা গল্প ফাদা। যেখানে খলনায়কের চরিত্রে বসানো হল করণ জোহর, আলিয়া ভট্ট এবং সলমান খানকে। পিছিয়ে ছিল না সামাজিক মাধ্যমও।

ইউটিউব, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রামের স্বঘোষিত মনস্তত্ত্ববিদ সবজান্তা নেটিজেনরা এই সকল প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বদের মিম, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ এবং অভিযোগ তুলে রোস্ট করতে লাগলো।

আসলে ওই যে বললাম প্রথমে ক্ষমতাবানের সামনে প্রতিবাদ করার মেরুদন্ড হারিয়ে ফেললে তুলনামূলকভাবে স্পর্শকাতর এবং দুর্বল অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আক্রমণ করা খুবই সহজ এই সকল নেটিজেনদের কাছে। এরা কখনো দেনার দায়ে কৃষকের আত্মহত্যা থেকে শুরু করে রাস্তার মধ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের সামনে প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠেনি। তাদের নামে রোস্ট বা মিম তৈরি করেনি। আসলে তা করতে গেলে শাসকের রক্তচক্ষুর মুখোমুখি হতে হবে। সেটা তারা ভালোই জানে। তাই একটি শিল্পীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে খুঁজে চলা হচ্ছে ভিলেনকে।

বিনোদ মেহেরা: সত্যিই কি রেখাকে না পেয়ে মারা গিয়েছিলেন এই বলিউড নায়ক?

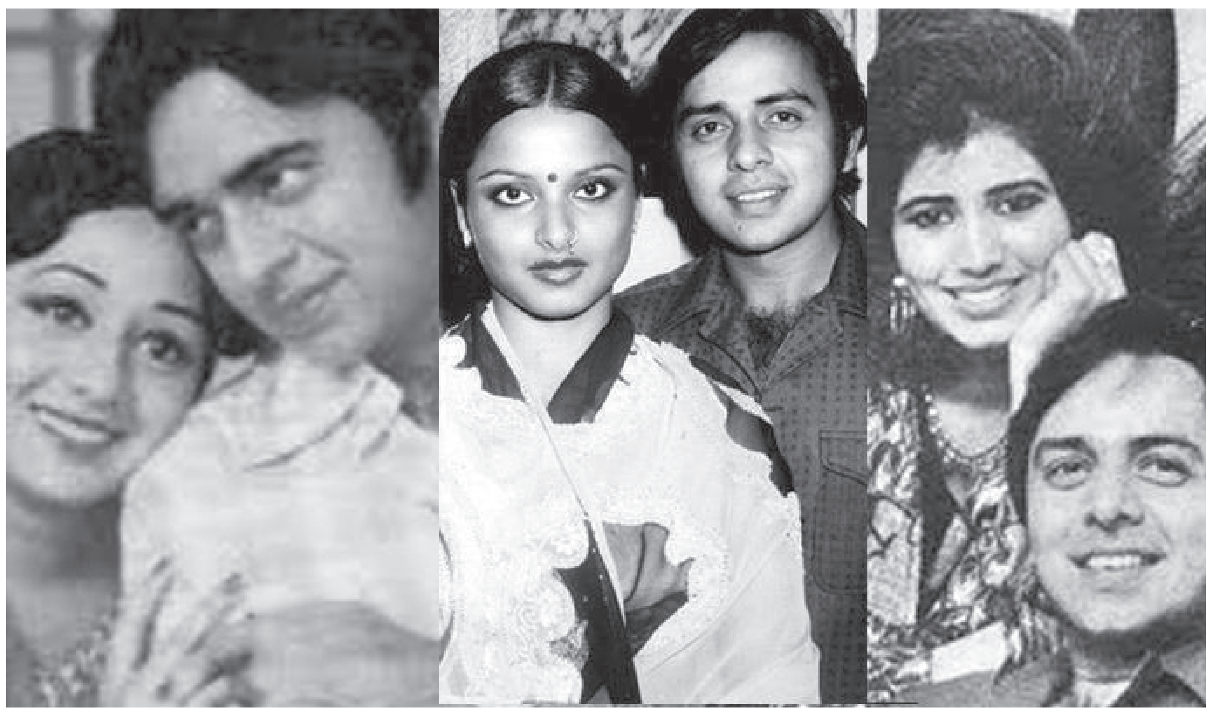

এএনএম নিউজ ডেস্ক: দেখতে অতি ভদ্র, নায়ক সুলভ চেহারা, পারফেক্ট হাসবেন্ড হওয়ার মতো একটা ব্যাপার ছিল তাঁর মধ্যে। কিন্তু কোনোদিনই পারফেক্ট হাসবেন্ড হতে পারেন নি বিনোদ। প্রেমে যখন পাগল তখন রেখাও তাঁকে অস্বীকার করলো। গোটা বলিউডে এটা ওপেন সিক্রেট যে রেখার সঙ্গে বিনোদ মেহেরার বিয়েও হয়ে গিয়েছিল, তাহলে কী এমন হলো যে রেখার সঙ্গে তিনি থাকতে পারলেন না। কিংবা রেখার সঙ্গে সংসার না করার আসল কারনটা কী?রেখার সঙ্গে ”ঘর” ছবিতে বিনোদ মেহেরাসিনেমা জগতে আসার পর পরই প্রায় সমস্ত বিখ্যাত অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় করে ফেলেছিলেন বিনোদ মেহেরা। এবং অভিনেত্রীরাও এই সুদর্শন যুবকের সঙ্গে কাজ করতে পছন্দ করতেন। সব রকম অভিনয়েই বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন এই অভিনেতা। একটি বিশেষ শ্রেণীর ফ্যান ফলোয়িং তৈরি হয়েছিল এই অভিনেতার। একের পর এক প্রচুর সিনেমা করে যাচ্ছেন। কিশোর কুমারের গানে প্রচুর লিপ দিয়েছেন। এমন কিছু গান আছে, যেখানে সিনেমাগুলি না মনে থাকলেও ভারতীয় দর্শক মনে রেখেছেন গানটিকে। অনেকেই মনে করেছিল রোম্যান্টিক হিরোর ল্যুক নিয়ে আসা এই অভিনেতা বলিউডে বিশেষ ছাপ রাখবে। কিন্তু তাঁর প্রেম বা নারী আসক্তিই তাঁর ধ্বংসের কারন হয়ে দাঁড়ালো।তাঁর জীবনে প্রথম ধাক্কাটি এসেছিল অভিনেত্রী রেখার কাছ থেকে। সবচেয়ে বেশি সিনেমা তিনি করেছিলেন রেখার সঙ্গেই। রেখা প্রথম থেকেই বিনোদকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু পরে রেখাও বিনোদের কাছাকাছি চলে আসেন। দুজনের মধ্যে একটি ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। দুজনেই একটা সময় বিয়ে করতে রাজি হয়। কিন্তু রেখার দক্ষিণ ভারতীয় পরিবার বিনোদের সঙ্গে তাঁর এই মেলামেশা কোনোদিন পছন্দ করতেন না। মনে করতেন যে রেখার যোগ্যতার সমতুল্য বিনোদ নন। তাই সামাজিক বিয়ে কোনো দিন হয়নি তাদের। তবে বলিউডে আজ শোনা যায় যে তাঁরা বিয়েও করেছিলেন। এদিকে রেখার সঙ্গে তখনও অমিতাভ বচ্চনের বিশেষ কোনো সম্পর্ক তৈরি হয়নি।তবে বিনোদ বিয়ে করেছিলেন আরও ৩টি। প্রথম বিয়ে তাঁর হয় মায়ের পছন্দের মেয়ে মীনা ব্রোকার সঙ্গে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে খুব বেশিদিন ঘর করতে পারেন নি বিনোদ। ওদের ডিভোর্স হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিয়ে বিনোদ করেছিলেন সে সময়ের আরেক বিখ্যাত অভিনেত্রী বিন্দিয়া গোস্বামীর সঙ্গে। বিন্দিয়া তখন বলিউডের অনেক নায়কেরই রাতের ঘুম কেড়েছেন। আর তখনই তিনি বিয়ে করলেন বিন্দিয়াকে। কিন্তু বিন্দিয়া বিনোদের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারেনি। এদিকে রেখার সঙ্গে তখনও বিনোদের সম্পর্ক ছিল বলে শোনা যায়। অবশেষে বিন্দিয়া বিনোদকে ছেড়ে চলে যান। এবং বিয়ে করেন বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর প্রোডিউসর জেপি দত্তর সঙ্গে।বিনোদ মেহেরার শেষ স্ত্রীর নাম হলো কিরণ। সেই কিরণের সঙ্গেই নিজের জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছিলেন বিনোদ। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কিরণের সঙ্গেই ছিলেন বিনোদ। একে ওপরকে খুব ভালোবাসতেন তাঁরা দুজন।এবার আসা যাক তাঁর মৃত্যু আসল কারনে। রেখার কারনে বিনোদ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এই ধারনা একেবারেই ভুল। আসল কারনটা তাহলে বলি। ৮০-র দশকে যখন বিনোদের অনেক সম্পত্তি, টাকা-পয়সা হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি একটি বিগ বাজেট সিনেমা শুরু করেন নিজের টাকা দিয়ে। সেই ছবিতে তিনি নায়ক হিসেবে নিয়েছিলেন ঋষি কাপুর ও অনিল কাপুরকে এবং নায়িকা ছিলেন শ্রীদেবী। এতজন স্টারকে নিয়ে হওয়া সিনেমাতে সমস্যা শুরু হয় ডেটস নিয়ে। ফলে ছবির স্যুটিং দেরি হয়ে গেল। কখনও স্যুটিং-এ শ্রীদেবী আসতেন না আবার কখনও ঋষি কাপুর আসতেন না। প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল।

মৌসুমি ফলের দারুণ গুণ

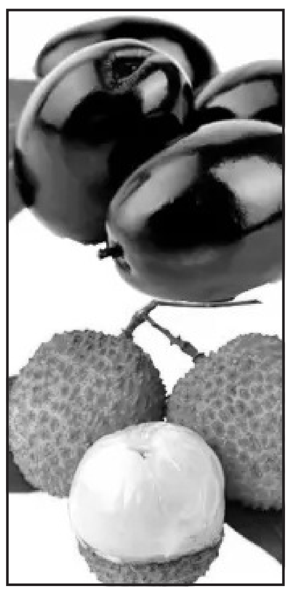

গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে প্রচুর ফল পাওয়া যায়। বৈচিত্র্যপূর্ণ আর রসাল সব মৌসুমি ফলের সমারোহ ঘটে এ সময়। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি রসাল ফল শুধু সুস্বাদুই নয়, পুষ্টিগুণেও ভরপুর। এগুলো পানি, খাদ্য-আঁশ ও প্রাকৃতিক চিনিরও (সুক্রোজ, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ) উৎস। সব মিলিয়ে এই ফলগুলো শরীরের পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও বেশ সহায়ক। কাজেই করোনাভাইরাসের এই সংক্রমণের সময় রোজকার খাদ্যতালিকায় কিছু মৌসুমি ফল অবশ্যই রাখুন। এবার জেনে নেওয়া যাক এ সময়ের কোন ফলের উপকারিতা কতটুকু।

আম:আমে বিদ্যমান ক্যারোটিনয়েডগুলো কোলন ও ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং বয়সজনিত চোখের সমস্যা প্রতিরোধ করে। আমের পটাশিয়াম, খাদ্য-আঁশ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো উচ্চরক্তচাপ ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমায়। পেকটিন খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সহায়তা করে। খাদ্য-আঁশ ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের কারণে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও এক দিন পরপর দৈনিক শর্করার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আম খেতে পারেন।

জাম: কালো জামের অ্যান্থোসায়ানিন হৃদ্‌রোগ ও ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। পটাশিয়াম উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে,অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো ফ্রি-রেডিক্যাল কমিয়ে ত্বকের টিস্যুকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। জামের খনিজ লবণ হাড়কে শক্তিশালী ও মজবুত করতে সাহায্য করে। শর্করা কম থাকায় এবং খাদ্য—আঁশের উপস্থিতির কারণে কালো জাম খাওয়ার পর রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এ কারণে ডায়াবেটিস রোগীরা প্রতিদিনই কালো জাম খেতে পারেন।

কাঁঠাল: রসাল ও সুমিষ্ট স্বাদের ক্যারোটিন সমৃদ্ধ এই ফলে শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন সি ও পটাশিয়াম আছে। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও বি ভিটামিনেরও ভালো উৎস এটি। কাঁঠালের বীজ ও কাঁচা কাঁঠালে রয়েছে যথেষ্ট প্রোটিন, ক্যালরি, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি ও খাদ্য---আঁশ। কাঁঠালেব. ফাইটোকেমিক্যালসগুলো ফ্রি-রেডিক্যাল দূর করে কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। ফলে ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ ছাড়া এর ভিটামিন সি সর্দি-কাশি প্রতিহত করে, খাদ্য-আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

লিচু: মিষ্টি গন্ধ ও স্বাদের রসাল ফল লিচুতে রয়েছে শর্করা, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন সি। এ ছাড়া এই ফলে বিদ্যমান কপার, আয়রন, ফোলেট লোহিত কণিকা তৈরিতে; বি ভিটামিনগুলো বিপাক ক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে; পটাশিয়াম ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। লিচুর খাদ্য-আঁশ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো রোগপ্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

যেভাবে আসলো মেহেদীর প্রচলন

ঈদে মেহেদীর রঙে হাত সাজানো খুব জনপ্রিয় একটি রীতি। এছাড়া বিয়ে জন্মদিন সহ নানা অনুষ্ঠানে মেহেদীর রঙে হাত না রাঙালে অনেকের কাছেই উৎসবের পরিপূর্ণতা পায় না।

মেহেদি পাতা বেটে, শুকিয়ে গুড়া করে বাপেস্ট করে শরীরের বিভিন্ন স্থান রাঙানো ইতিহাস বহু পুরনো। আর উৎসবে বিশেষ করে ঈদ হলে তো কথাই নেই। বিয়েতে বর কনের হাতে মেহেদি থাকা চাই ই চাই। মেহেদির দেয়ার কারণে কখনো কোন অ্যালার্জি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার নজির না থাকায় যুগে যুগে এর জনপ্রিয়তা একবিন্দু কমেনি, বরং বেড়েছে।

মেহেদি দেয়ার ইতিহাস অনেক আগের। তবে ঠিক কবে কোথায় মেহেদির আবিস্কার হয়েছিলো তার সঠিক কোন দিনক্ষণের ব্যাপারে কোন তথ্য মেলেনি।

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক তৌহিদুল হক জানিয়েছেন, লিখিত কোন দলিল না থাকলেও ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ এর মেহেদি ব্যবহারের তথ্য মুসলমানদের এই মেহেদি ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। পরে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য এই মেহেদি দেয়ার প্রথাকে আরও প্রসারিত করে। তৌহিদুল হক বলেন, মেহেদি ব্যবহারের ক্ষেতেত্র হযরত মোহাম্মদ স এর একটি উক্তি রয়েছে।

এই বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরকরে এই ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময় মেহেদির ব্যবহার শুধুমাত্র মুসলিম জনগোষ্ঠী বা মুসলিম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । পরবর্তীতে মুঘলসাম্রাজ্যের জনগণ এটাকে প্রসারিত করে।

বাংলাদেশ , ভারত ও পাকিস্তানে মেহেদির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এবং আফ্রিকায় যেসব দেশের ভাষা অ্যারাবিক সেসব দেশেও ব্যবহৃত হয় এই মেহেদি।

অধ্যাপক তৌহিদুল হক বলেছিলেন। বিশ্বের নানা দেশের মেহেদি ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু এর কারণ বা উদ্দশ্য স্থানভেদে ভিন্ন।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরুহলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেছে। তবে একেক দেশে একেক ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরু হলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেএছ। তবে একেক দেশে একের ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

ইতিহাসের বইগুলোয় মিসরের ফারাও সাম্রাজ্যে মমির হাতেওপায়ের নখে মেহেদির মতো রঙ দেখা যায়। তবে সেটা মেহেদি দিয়ে রাঙানো কিনাসেটানিশ্চিত হওয়া যায়নি।

আবার বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্মের বিয়ের উৎসবে মেহেদি সন্ধ্যা নামে আলাদা একটি দিনের আয়োজন করা হয় যেখানে বর করনে থেকে শুরু করে পুরো পরিবার আনন্দে মেতে ওঠে শুধুমাত্র মেহেদির রঙে নিজেকে রাঙিয়ে তুলতে।

আবার অনেক চামড়াার বিভিন্ন রেগের জন্য হার্বালি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করছে এই মেহেদি।

আমের রোগবালাই পোকামাকড় দমন

আম গাছে প্রচুর মুকুল আসলেও ফল না ধরার কারণ ও তার সমাধান আম গাছে প্রচুর মুকুলদেখাদিলেও আম ধরে না বা খুব কম ধরে, যা একটি গুরুতর সমস্যা। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ শোষক বা হপার পোকার উপদ্রবের জন্য এটি হতে পারে। ফুল আসার পর পূর্ণাঙ্গ শোষক পোকা ও তার নিম্ফগুলো ফুলের রস টেনে নেয়। ফলে সময় ফুলগুলো একসময় শুকিয়ে ঝরে যায়। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষণ করে খায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়, যা মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে য়ার ওপর এক প্রচার ছত্রাক জন্মায়। প্রতিকার হিসেবে আম বাগান সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বিশেষ করে গাছের ডালপালা যদি ঘুব ঘন থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে, যাতে গাছের মধ্যে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। আমের মুকুল যখন ৮/১০ সেমি লম্বা হয় তখন একবার এবং আম মটর দানার মতো হলে আর একবার প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন অতবা কার্বারিল ২ গ্রাম / লিটার মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড রোগের আক্রমণ অনেক সময় ঘটে, তাই সুটিমোল্ড দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ওষুধ ব্যবহার্য কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মেঘলা আকাশ ও কুয়াশা থাকার কারণে মুকুলে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দেয়। ফলে অতি দ্রুত মুকুলের গায়ে সাদা সাদা পাউডারের মতো দেখা দেয় এবং একপর্যায়ে প্রায় সব মুকুল কালো হয় ঝরে যায়। সালফারঘটিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ভালোভাবে মিশিয়েস্প্রে করতে তা দমন করা যায়। তাছাড়া এনথ্রাকনোজও এ সময় দেখা দেয়। ফলে সমস্যা মুকুল কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ম্যানকোজের প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতেহবে। তৃতীয়তঃ গবেষণায় দেখা গেছে, আবহাওয়া, পোকামাকড় ও রোগ কোন কারণে এটি গটে না। আমের পুষ্পমঞ্জুরিতে এক লিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুল কে সঙ্গে থাকে। ভাল ফলনের জন্য বেশি বেশি উভলিঙ্গ ফুলের দরকার। কিনা যে সব গাছে ১০ শতাংশের কম উভলিঙ্গ ফুল থাকে তারা স্বভাবতই স্বল্প ফলনশীল জাত। কাজেই ভাল ফলন, পেতে হলে এসব জাতের আম চাষ না করাই ভাল। চতুর্থতঃ গাছে ফুল ফোটার সময় কুয়াশা, মেঘলা আবহাওয়া বা বৃষ্টি থাকলে ফুলের পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয় । যার ফলেপ্রচুর ফুল ফুটলেও সময় মতো পরাগ সংযোগ না হওয়ায় সেগুলো ঝরে যায় বা ফলন হয় না। তাছাড়াঅনেক সময় গাছে অস্বাভাবিক পুষ্পমঞ্জুরি দেখা যায়।

এমন মুকুলেস্ত্রী ফুলেরসংখ্যা খুব কম। ফলে কদাচিৎ ফল উৎপন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটি টিকে থাকে না। মুকুল ক্রমেই শুকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গাছে থেকে যায়। এমন অবস্থায় আক্রান্ত মুকুল গাছ থেকে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আবার জমিতে ফসফেট, দস্তা ইত্যাদি খাদ্যের অভাব, ফল ধরার পর জমিতে রসের অভাব ইত্যাদি কারণেও অসময়ে ফুল ও ফল ঝরে যায়। এ কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ করেও যদি ফল ঝরতে দেখা যায়, তাহলে ‘প্লানোফিক্স’ ২মিলি ৪.৫ লিটার জলে মিশিয়ে আম ফলের গুটি মটর দানার মতো হলে একবর আর মার্বেল আকৃতির হলে আর একবার স্প্রে করল ফল ঝরা বন্ধ হবে।

মঙ্গলবার চাকুরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা আগরতলায় ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

দেশকে ভাঙতে চাইছেন রাহুল, তীব্র কটাক্ষ নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি. স.): পূর্ব লাদাখে সীমান্তে চিন-ভারত উত্তেজনা নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা।সবার প্রথমে কংগ্রেস চিনের বামপন্থী সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে সই করে ভারতের অধীনে থাকা বহু জমি দিয়ে দিয়েছিল বলে দাবি করেছেন তিনি।

চিন-ভারত দ্বন্দ্ব নিয়ে সম্প্রতি কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ ক্রমেই বেড়ে চলেছে।এমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, সরকারে থাকাকালীন কংগ্রেস চিনের বামপন্থী সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছিল।সেই অনুযায়ী ভারতের অধীনে থাকা একাধিক জমি তারা চিনের হাতে তুলে দেন। ডোকলামে দুই দেশের মধ্যে চলতে থাকা উত্তেজনার সময় দিল্লিতে অবস্থিত চিনা দূতাবাসে গিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী।এখন যখন পরিস্থিতি সংকটজনক তখন দেশকে ভাঙার চেষ্টা করছেন রাহুল গান্ধী।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিক চলার সময় চিনে গিয়েছিলেন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী।সেই সময় দুইজনে চিনের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করেন।সেই চুক্তির কথা উল্লেখ করেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি।

চিন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে কংগ্রেস : সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি. স.) : চিন নিয়ে যথাসম্ভব দেশের মাটিতে ষড়যন্ত্র করে চলেছে সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী। চিন নিয়ে বিভ্রান্ত করার নীতি নিয়েছে কংগ্রেস বলে মঙ্গলবার দাবি করেছেন বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র।

মঙ্গলবার সম্বিৎ পাত্র জানিয়েছেন, চিনে বিরুদ্ধে সরব না হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সরব হওয়া, বিভ্রান্ত করা এবং অসত্য ভাষণ দেওয়া কংগ্রেসের নীতিতে পরিণত হয়েছে।দেশের সীমান্তে যখন উত্তেজনা রয়েছে তখন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মনোবলের উপর প্রশ্ন তোলা একেবারেই কাম্য নয়। ভারতকে দুর্বল দেখানোর চেষ্টা করছে কংগ্রেস।দেশের সেনা প্রধান যখন লেহ গিয়ে সেনাবাহিনীর মনোবল বাড়াচ্ছে তখন সোনিয়া গান্ধী বলে চলেছে চিনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ভারত। এটা কি ধরনের লড়াই কংগ্রেস লড়ছে। সোনিয়া গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে সম্বিত পাত্র জানিয়েছেন, দেশের এক ইঞ্চি জমিও চিনকে দেওয়া হয়নি। কংগ্রেস যে দাবি করছে তা পুরোটাই সোনিয়া গান্ধীর কল্পনাপ্রসূত।যখনই দেশের সংকট দেখা দিয়েছে তাকে রাজনৈতিক মঞ্চের মতন ব্যবহার করেছে কংগ্রেস।

ভক্তদের সমাগম নেই, সমস্ত রীতি মেনেই পুরীতে শুরু রথযাত্রা

পুরী, ২৩ জুন (হি.স.): একেবারে শেষ মুহূর্তে মিলেছে অনুমতি। সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেন ভগবান জগন্নাথ দেব। পুরীর জনশূন্য গ্র্যান্ড রোড দিয়ে গুন্ডিচা মন্দিরের দিকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথ। প্রতিবছর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রচুর মানুষ আসেন, পুরীতে কিন্তু এবার করোনাভাইরাস মহামারির কারণে জনশূন্য সমুদ্র শহর পুরী।

অপরূপ সৌন্দর্য্যে সাজিয়ে তোলা হয় রথ। সেজে ওঠে জগন্নাথ মন্দিরও। যাঁরা রথ টানেন প্রত্যেককে করোনা-পরীক্ষা করা হয়। রাজা গজপতি দিব্যসিং রীতি মেনেই সোনার ঝ্যাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করবেন রথের সামনের রাস্তা। পালকি চড়ে বেরোন তিনি। রীতি মেনে শঙ্করাচার্য আরতি করেন প্রতিটি রথে।

কোচবিহারে দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরে মৃত্যু সিআরপিএফ জওয়ানের, আতঙ্ক এলাকায়

জামালদহ, ২৩ জুন (হি. স.) : কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে তাঁর বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। মৃত সিআরপিএফ জওয়ানের বাড়ি কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকের জামালদহে। সম্প্রতি তিনি ভিনরাজ্যের কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন। সেকারণে এলাকায় মৃত্যুর খবর পৌঁছাতেই তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি কয়েকদিন ধরে নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন। সোমবার রাত তাঁর মৃত্যু হয়।

মঙ্গলবার কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। সোমবার রাতে তিনি মারা গিয়েছেন। তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। সুতরাং, অযথা আতঙ্কের কিছু নেই।

রথের দিনেও ফাঁকা কুমোরটুলি

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : করোনার জের পরেছে কুমোরটুলিতেও। করোনা আতঙ্কে এই বছর কতটা পুজো হবে তা নিয়ে সংশয় ভুগছে পুজো কমিটি গুলো। প্রতিবছর রথের সময় জোর কদমে ঠাকুর বানানোর কাজে ব্যস্ত থাকে কুমোরটুলির শিল্পীরা। এই বছর চিত্র টা যেন সম্পূর্ণ আলাদা।রথের দিনেও খাঁ খাঁ করছে কুমোরটুলি। লকডাউনের জেরে অন্নপূর্ণা, বাসন্তী, লক্ষ্মী, গণেশ-কোন দেবতার বায়না পায়নি কুমোরটুলি শিল্পীরা। রথের সময় দুর্গা ঠাকুরের বায়না পায় কুমোরটুলি শিল্পীরা। কিন্তু করোনা অবহে সেই আশাতেও পরল জল।প্রতি বছর আজকের দিনটার অপেক্ষায় থাকেন কুমোরটুলির কয়েক হাজার শিল্পী। চৈত্রে, বৈশাখে শুরু হয় বায়না।

দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি : নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি.স.): দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে আত্মবলিদান দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। দেশের স্বার্থেই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ভারতীয় জন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৬৭ তম প্রয়াণ দিবসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে এমনই মন্তব্য করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জে পি নাড্ডা। এরপর নাড্ডা বলেন, যিনি ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, যিনি আমাদের প্রেরণা ছিলেন, তাঁর পুণ্যতিথির দিনটিকে বলিদান দিবস হিসেবে পালন করি আমরা। আমরা সবাই জানি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন এবং বলিদান দেশের জন্য ও দেশের চিত্রকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে তিনি আত্মবলিদান দিয়েছেন।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ভারত মাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এদিন শ্রদ্ধা জানান উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও।

শ্রীনগরে জঙ্গিদের গোপন ডেরার হদিশ, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ২৩ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে জঙ্গিদের গোপন ডেরার হদিশ পেল সুরক্ষা বাহিনী। মঙ্গলবার শ্রীনগরের হারওয়ান এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে শ্রীনগরের হারওয়ান এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের গোপন ডেরার হদিশ পাওয়া যায়। উদ্ধার করা হয়েছে ইউবিজিএল সঙ্গে গ্রেনেড, জিপিএস, একে ম্যাগাজিন এবং অন্যান্য সামগ্রী।

মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত ১৬৩

মুম্বই, ২৩ জুন (হি. স.): গোটা মহারাষ্ট্র জুড়ে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। একই ছবি চোখে পড়ল ঔরঙ্গাবাদ জেলায়। মঙ্গলবার সেখানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৬৩।ফলে জেলায় সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮১৯ বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে ১১২ জন পৌরসভা এলাকায় এবং ৫১ জন জেলার গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। এদের মধ্যে ১০৮ জন পুরুষ এবং ৫৫ জন মহিলা।জেলায় করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে ২০৪৬ জন।চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে ২০৩ জনের। বর্তমানে করোনা নিয়ে জেলায় চিকিৎসাধীন ১৫৭০ জন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১৫৩ জনের, রাশিয়ায় করোনায় মৃত বেড়ে ৮,৩৫৯

মস্কো, ২৩ জুন (হি.স.): রাশিয়ায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বেড়েই চলেছে, মৃত্যুর পাশাপাশি লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১৫৩ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৮,৩৫৯।

মঙ্গলবার রাশিয়ায় স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাশিয়ায় নতুন করে ১৫৩ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৮,৩৫৯-তে পৌঁছেছে। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারা দিনে) সমগ্র দেশে আক্রান্ত হয়েছেন ৭,৪২৫ জন। ফলে প্রাণঘাতী ভাইরাসে মোট ৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭০৫ জন সংক্রমিত হয়েছেন রাশিয়ায়।

ফের এন আর এস হাসপাতাল থেকে উধাও করোনা আক্রান্ত

কলকাতা, ২৩জুন (হি. স.) : ফের এন আর এস হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে গেল এক করোনা আক্রান্ত রোগী। পুলিশকে ওই রোগীকে খুঁজে বার করতে বলা হলেও এখনও পর্যন্ত ফেরার রয়েছে সে। এদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নথিতে নিজের ফোন নাম্বারটি ভুল দিয়েছেন ওই ব্যক্তি। স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়েছে এখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।মুর্শিদাবাদের ডোমকল এর এক ব্যক্তির সামান্য উপসর্গ থাকায় গতকাল সোমবার তাকে এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তার নমুনা পরীক্ষা করলে সেই রিপোর্ট আজ পজেটিভ আসে। এরপর ওই ব্যক্তিকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হবে বলে জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এই খবর শুনে কিছুক্ষণের মধ্যে চম্পট দেন রোগী। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এরপর এই রোগীর দেওয়া নম্বরে ফোন করেন। দেখা যায় নম্বরটি ভুয়ো। হঠাৎ এই ব্যক্তি কেন পালিয়ে গেলেন আর কেনই বা ভুল নম্বর দিলেন তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। অন্যদিকে আঙ্গুল উঠছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা দিকেও। তবে এই নতুন নয়। বেশ কিছুদিন আগেও এন আর এস হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন আরো এক করোনা সংক্রমিত রোগী।বছর ৬১- র এন্টালির বাসিন্দা হাঁটতে হাঁটতে রিপোর্ট নিয়ে আসে এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এক বেসরকারি ল্যাব থেকে নমুনা পরীক্ষা করে তিনি।

বিধান পরিষদের পাঁচ আরজেডি সদস্য যোগ দিল জেডিইউ-তে

পাটনা, ২৩ জুন (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে জোর ধাক্কা খেলো আরজেডি। দলের বিধান পরিষদের পাঁচজন সদস্য রাজ্যের শাসক দল জেডিইউ - তে যোগ দিল। রাধাচরণ শাহ, সঞ্জয় প্রসাদ, দিলীপ রাই, মহম্মদ কামাল আলম, রণবিজয় কুমার সিং জেডিইউ - তে যোগ দেওয়ার পর। বিহার বিধান পরিষদে বর্তমানে আরজেডি সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়ালো তিনে। জেডিইউ নেতা রাজীব রঞ্জন সিংহ এই পাঁচ দলত্যাগী নেতাকে স্বাগত জানিয়েছেন। জেডিইউ - তে যোগ দিয়ে রাধাচরণ শাহ জানিয়েছেন, আরজেডির সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই।নীতীশ কুমারের আদর্শকে ভাল লাগে বলেই দলবদল।রাজীব রঞ্জন সিংহ জানিয়েছেন এতে করে জেডিইউ আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এরা স্বেচ্ছায় দলে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে আরজেডি নেতা রঘুবংশ প্রসাদ সিং নিজের জাতীয় সহ-সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।যদিও তিনি এখনও আরজেডির মধ্যেই রয়েছেন। সম্প্রতি লোক জনশক্তি পার্টির রমা সিং আরজেডিতে যোগ দেওয়ার কারণেই রঘুবংশের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

সেনাবাহিনীকে অপমান করেছে রাহুল, দাবি শিবরাজের

ভোপাল, ২৩ জুন (হি. স.): পূর্ব লাদাখে চীনা সীমান্তে দুই দেশের সেনার মধ্যে উত্তেজনা নিয়ে বরাবরই সরব হয়েছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। এ বিষয়ে একাধিকবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন ওয়ানডের এই সাংসদ। এবার পাল্টা রাহুলের বিরুদ্ধে সরব হলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা তথা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর বীরত্ব ও শৌর্য নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলছে। তাদের লজ্জা হওয়া উচিত।সেনাবাহিনীর মনোবল ভাঙার চেষ্টা করছেন রাহুল গান্ধী। পাশাপাশি তাদের অপমান করছেন তিনি। কংগ্রেস যখন কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল।তখন দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়াতে বিজেপি। কিন্তু আজ তারা এতই নেমে গিয়েছে যে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি নোংরা রাজনীতি করে বেড়াচ্ছে। রাহুলের নেতা হওয়ার কোনো যোগ্যতা নেই। চিনতে কটাক্ষ না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে চলেছে কংগ্রেস। এমন অপমান দেশবাসী মেনে নেবে না।

দলীয় অনুষ্ঠানে অসুস্থ সাধ্বী প্রজ্ঞা, জ্ঞান হারালেন বিজেপি সাংসদ

ভোপাল, ২৩ জুন (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালে, বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জ্ঞান হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিজেপি সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা। মঙ্গলবার

ছয়ের পাতায়

অসমে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৫৮৫৩, নতুন ২৬৭ জন পজিটিভ শনাক্ত

গুয়াহাটি, ২৩ জুন (হি.স.) : অসমে দুরন্ত গতিতে বাড়ছে কোভিড-১৯ পজিটিভের সংখ্যা। সোমবার রাত পর্যন্ত একদিনে নতুন ২৬৭ জনের শরীরে পজিটিভ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে একজন বিধায়কও আছেন। সোমবার রাত ১১:৫০ মিনিটে টুইট আপডেটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানিয়েছিলেন, রাজ্য নতুন আরও ২৬৭ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫৮৫৩ জনে পৌঁছেছে। তবে এঁদের মধ্যে দফায় দফায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ৩৫৬৫ জন। সক্রিয় কোভিড-১৯ রোগী ২২৭৬ জন। তিনি লিখেছেন, করোনায় আক্রান্ত নয়জেন মৃত্যু হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রবিবার (২১ জুন) সমগ্র রাজ্যে একদিনে ১৯৮ জনের শরীরে করোনার তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। অনুরূপভাবে শনিবার (২০ জুন) ২৪৯ জনকে কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী শনাক্ত করা হয়েছিল, শুক্রবার (১৯ জুন) ১০২ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। অনুরূপভাবে বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) গোটা দিনে ২১০ জন করোনা পজিটিভ রোগীর সন্ধান পাওয়া যাওয়ার পাশাপাশি বুধবার (১৭ জুন) একদিনে ১৮৪ জন, মঙ্গলবার (১৬ জুন) ২০১, ১৫ জুন ১৯১, ১৪ জুন ২১৮ জনের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছিল। তাঁদের রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

পরিত্যাক্ত আবাসন জবর দখলের জের, ইসিএলের জামবাদ খোলামুখখনিতে ১৬ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন থমকে

দুর্গাপুর, ২৩ জুন(হি.স.): খনি সম্প্রসারনে পরিত্যাক্ত আবাসন। জবরদখলের কবজায় পরিত্যাক্ত আবাসন। আর তার জেরে ইসিএলের মহার্ঘ্য কোলিয়ারির কয়েক লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন থমকে পড়েছে বলে অভিযোগ। প্রশ্ন উঠেছে, পরিত্যাক্ত ঘোষনার পরও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সরকারি আবাসনে থাকছে কিভাবে? শনিবার ধসের ঘটনার পর সেই প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১৯৮৮-৮৯ সালে ইসিএলের কাজোড়া এরিয়ার জামবাদ কোলিয়ারীর খোলামুখ খনির কাজ শুরু হয়। কোলিয়ারিতে বছরে ৭-৮ লক্ষ টন কয়লা উৎপাদন লক্ষমাত্রা থাকলেও জবরদখলের জেরে উৎপাদনে ঝুঁকি রয়েছে। ইসিএল ইসিএলের সিএমডি (কারিগরি) নিলাদ্রী রায় জানান,' জামবাদ খোলামুখ খনি লাভজনক। কিন্তু গত ২০১২-১৩ সাল থেকে খনির সম্প্রসারন থমকে পড়েছে। কোলিয়ারী আশপাশে ইসিএলের ১৮৮ পরিত্যাক্ত আবাসন জবরদখল রয়েছে।' প্রশ্ন, পরিত্যাক্ত ওই আবাসনগুলি ঝুঁকি নিয়ে কিভাবে চলছে বসবাস? গত শুক্রবার রাত্রে কোলিয়ারীর পরিত্যাক্ত আবাসনে ধসের ঘটনায় দুটি বাড়ী তলিয়ে যায়। ঘটনায় এক মহিলা তলিয়ে যায় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর তল্লাশী কাজ শুরু করে ইসিএলের উদ্ধারকারী দল। যদিও মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি বলে ইসিএল সুত্রে খবর। অন্যদিকে এদিনের ঘটনার পর পরিত্যাক্ত আবাসনে ঝুঁকি নিয়ে বসবাসে জোরালো প্রশ্ন উঠেছে। ইসিএল সুত্রে জানা গেছে, সব মিলিয়ে প্রায় ৬০ হাজার ইসিএলের আবাসন রয়েছে। তারমধ্যে প্রায় ১৮ হাজারের আবাসন জবরদখল রয়েছে। ইসিএল আধিকারিক নিলাদ্রীবাবু জানান,' বহুবার নোটিশ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারকে জানানো হয়েছে। রাজ্যের তরফে অন্যত্র পুনরবাসনের জমি তাদের দেওয়ার কথা বলেছে। এমনকি স্থানান্তরের খরচ জন্য ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তারপরও জবরদখল সরছে না।' জানা গেছে, জামাবাদ কোলিয়ারীতে দৈনিক ১৪০০-১৫০০ টন কয়লা উত্তোলন হয়। এদিনের ঘটনার পর থেকে ওই কোলিয়ারীতে কয়লা উত্তোলন আপাতত বন্ধ। ইসিএলের সিএমডি(কারিগরি) নিলাদ্রীবাবু জানান,' ১৬ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলন আটকে রয়েছে জামবাদ কোলিয়ারীতে। জবর দখলের জেরে থমকে পড়ছে জামবাদ কোলিয়ারী একাংশের কয়লা উত্তোলন।'

পান্ডবেশ্বর বিধায়ক তথা আসানসোলের মেয়র জীতেন্দ্র তেওয়ারী জানান, ' কয়লার থেকে মানুষের জীবনের দাম বেশী। দীর্ঘ ৪০-৫০ বছর ধরে বসবাস করছে। জমি দিলেই হয় না। তাদের পুনরবাসন দিতে হবে। পুনরবাসনের দায় কেন্দ্র সরকারের।'

হাসপাতালে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরল শতাব্দী প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ খুশি ডাক্তার, রোগী সকলেই

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : হাসপাতালে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরল শতাব্দী প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ। গাছটি সুস্থ হয়ে উঠায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন চিকিৎসকরা। কাঁকুড়গাছি ইএসআই হাসপাতালের সামনে সাত দশক ধরে অবস্থান করছিল এক অশ্বত্থ গাছ। হাসপাতালটি তৈরির দুই দশক আগে থেকেই গাছটি সেই চত্বরে অবস্থান করত। এমনকি যখন হাসপাতাল তৈরি হয় সেই সময় যাতে গাছটির কোনরকম ক্ষতি না হয় এবং তা বজায় রেখেই হাসপাতালের নির্মাণ কাজ করা সম্ভব হয় সেজন্য হাসপাতালের বিল্ডিংটি অর্ধগোলাকার আকৃতির করা হয়েছিল, যাতে মাঝখানে অবস্থান করতে পারে এই গাছটি। কিন্তু আমফান ঘূর্ণিঝড় ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল এই প্রাচীন গাছটির। অনেকে মনে করছিলেন গাছটি হয়তো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। কিন্তু কিছুদিন আগেই কাঁকুড়গাছি ইএসআই হাসপাতালের সুপার ডাক্তার ময়ূখ রায় দেখতে পান গাছের কিছু অংশে এখনো পর্যন্ত প্রাণের উপস্থিতি রয়েছে। তৎক্ষণাৎ গাছটিকে প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ নেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালে সমস্ত কর্মীর সঙ্গে এই অশ্বত্থ গাছটির আত্মার যোগাযোগ ছিল। এমনকি রোগীর পরিবারের লোকজন ও অশ্বত্থ গাছে মানত করতেন রোগীর আরোগ্য কামনা করে। গাছটিকে নিয়মিত পরিচর্যা করা হত হাসপাতালের তরফে। স্বাভাবিকভাবেই এই গাছের মৃত্যুতে শোকাহত হয়েছিল সকলে। কিন্তু সামান্য প্রাণের সন্ধান পেয়ে অশ্বত্থ গাছটিকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে তারা।

আমফান ঘূর্ণিঝড়ে গাছটির প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গেছে এমনটা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গাছটির কিছু অংশ কেটে ফেলা হয়। কিন্তু জুনের ১২ তারিখ নাগাদ দেখা যায় যে গাছের নতুন ডালপালা বেরিয়েছে। এরপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করেন কলকাতা পুরসভার সঙ্গে। কথা বলেন, রবীন্দ্র সরোবরের গাছ প্রতিস্থাপন করা একটি সংস্থার সঙ্গে। গাছটিকে পুনরায় প্রতিস্থাপন করতে গেলে খরচ পড়বে মোটামুটি ৩০ হাজার, এমনটাই জানান সংশ্লিষ্ট সংস্থা।

নারায়ন শীলা গেলো মাসির বাড়ি, মাহেশে দেবালয়ে গন্ডি পেরোলো না জগন্নাথ

হুগলি, ২৩ জুন (হি.স.) : ৬২৪ বছরের জগন্নাথ দেবের রথের চাকা এবারে রাজপথে গড়ালো না।করোনার আবহে সবকিছু থমকে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে দেবালয়ের দরজাও।তাই প্রশাসনের নির্দেশে সকাল থেকে ঐতিহাসিক মাহেশের জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা একপ্রকার মন্দিরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হলো ভোরবেলা মঙ্গলারতি জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা কে মন্দিরের চাতালে এনে রাখা হয় তারপরই তখন থেকেই চলতে থাকে সীমিত সংখ্যক ভক্তদের নিয়ে পূজার্চনা সামাজিক দূরত্ব মেনে সবকিছু করা হয়েছে যখন মন্দিরের মধ্যে এই পূজা-অর্চনা হচ্ছিল তখন মন্দিরের বাইরে দর্শনার্থী তারা জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে মুখরিত করেছে আকাশ বাতাস তাদের মনের একটাই দুঃখ যে ভগবানকে তারা সামনাসামনি দর্শন করতে পারলেন না জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা এই তিনজন তিনজনই জগন্নাথ দেবের মন্দির মন্দিরের একটি কক্ষে মাসির বাড়ি করে সেখানেই তাদের নিয়ে যাওয়া হয় এবং আগামী সাতদিন সেখানেই চলবে তাদের পূজা-অর্চনা।

অন্যদিকে মন্দির মন্দিরের নারায়ণ শিলা সেই নারায়ণ শিলা কে সিংহাসনে করে নিয়ে যাওয়া হয় মাসির বাড়ি জগন্নাথ বাড়ি থেকে সেই নারায়ণ শিলা গ্রহণ করেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জয় জগন্নাথ ধোনির মধ্য দিয়ে ভক্তরা নারায়ণ শিলা কে নিয়ে যান মন্দির থেকে জি টি রোড এর উপর যেখানে মাহেশের জগন্নাথ দেবের রথ কি আছে সেই রোদ সেই রাত থেকে ৭৫ নারায়ণ শিলাকে নিয়েদ্দযাওয়া হয় জগন্নাথ দেবের রথের কাছে। জয় জগন্নাথ ধোনির মধ্যে নারায়ণ শিলাকে নিয়ে রথের চার দিকে৭ পাক প্রদক্ষিণ করা হয় এর পরই কিলোমিটার দূরবর্তী মাসির বাড়ির মাসির বাড়ির দিকে পদব্রজে সালগ্রাম শিলাকে নিয়ে কল্যানবাবু সঙ্গে সীমিত সংখক ব্যক্ত বৃন্দ কে নিয়ে রওনা দেন মাসির বাড়ির উদ্দেশে।এই সময় জি টি রোডের দুধারে দাঁড়িয়ে সামাজিক দূরত্ব মেনে অগণিত ভক্ত বৃন্দ ভগবান কে দর্শন করেন।উলু ধোনি শঙ্খ ধোনি কাসর ঘন্টা খোল করতলে নাম দুধারের বাড়ি গুলির ছাদ থেকে দর্শনার্থী ভগবানকে দর্শন করেন। তারপরই দেড় কিলোমিটারের পথ পেরিয়ে নারায়ণ শিলা কে দিয়ে স্থাপন করা হয় মাসির বাড়িতে সেখানেই সাত দিন পূজিত হবেন এই নারায়ন বিগ্রহ। সাতদিন সেখানে পুজিত হবার পর

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার বিজেপির মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বড়জোড়ায় খোলামুখ কলিয়ারিতে শ্রমিক বিক্ষোভ, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

বাঁকুড়া, ২৩ জুন (হি. স.) : শ্রমিক বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হয়ে উঠল বাঁকুড়ার বড়জোড়ার ট্রান্স দামোদর খোলামুখ কোলিয়ারি চত্বর। মঙ্গলবার সকালে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তিও শুরু হয়ে যায়। পরে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও-এর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।বিক্ষোভকারীরা সকলেই বিজেপির শ্রমিক সংগঠন বিএমএসের সদস্য। এদের নেতৃত্বে রয়েছেন বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের পক্ষে রাজকুমার ভূঁই বলেন, আমরা ৭৬ জন ভূমিহারা ৬২ মাস বেতন পাইনি। বকেয়া বেতনের দাবিতে, কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের গেটপাস ও সঠিক বেতন কাঠামোর দাবিতে আমরা আন্দোলন করে আসছি। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হবে বলে কলিয়ারি কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিলে ও তা করেনি। তাই সোমবার থেকে আমরা ফের অবস্থানে বসেছি।

মঙ্গলবার আমরা কোলিয়ারিতে ঢুকতে গেলে বহিরাগত তৃণমূল বাহিনী এবং পুলিশ আমাদের ঢুকতে বাধা দেয়। বিক্ষোভকারী জয়ন্ত ভূঁই, তারকনাথ কাঁড়ার, সবুজ ভুঁই বলেন, আমাদের পৈত্রিক ২ একর জমির বিনিময়ে কাজ পেয়েছি। কিন্তু আমাদেরকে ঠিকা শ্রমিকদের মত খাতায় সই করিয়ে মাইনে নিতে বলছে। সে কারণে ২০১৫ সাল থেকে মাইনে আমরা মাইনে নিচ্ছি না। অথচ কাজ করে যাচ্ছি। বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের নেতা গোবিন্দ ঘোষ বলেন, ডিপিএল অনৈতিকভাবে শ্রমিকদের উপর শোষন চালাচ্ছে। বর্তমানে কোলিয়ারির দায়িত্ব পেয়েছে ডিপিএল। ২০১৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে ছিল ডাব্লুএমডিটিসি। দুটি সংস্থায় রাজ্য সরকারের। এ প্রসঙ্গে সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। তৃণমূল সংগঠনের শ্রমিকরা যদি বেতন পায় তাহলে বিএমএসের শ্রমিকরা তা পাবে না কেন? অবিলম্বে আমাদের ৭৬ জন শ্রমিকের বেতন মিটিয়ে ডিপিএল কাজ শুরু করুক। সৌমিত্র খাঁ বলেন, আমি আজ বাইরে রয়েছি। শুনলাম পুলিশ সুপার দায়িত্ব নিয়েছেন জেলা প্রশাসনের সঙ্গে শ্রমিকদের নিয়ে বৈঠক করে সমস্যার সমাধান করবেন। আগামী ১০ দিনের মধ্যে সমাধান না হলে কোলিয়ারির কোনও কাজ করতে দেওয়া হবে না বলে এদিন সৌমিত্র বাবু হুশিয়ারি দেন।বড়জোড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অলক মুখার্জি বলেন, ডিপিএল ২০১৬ সালে কোলিয়ারির দায়িত্ব পায়। এখনো উৎপাদন শুরু করতে পারেনি। শুধুমাত্র প্রাথমিক কাজ চালু করেছে। তবুও আগের সংস্থার শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছে। বিজেপির উস্কানিতে কিছু শ্রমিক ঝামেলা তৈরী করছে। তাদের যা দাবি আছে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বসে ঠিক করুন। কিন্তু কোনো ভাবেই কাজ বন্ধ করা চলবেনা। অলক বাবু বলেন, এমনিতেই লকডাউনে এলাকার মানুষের আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন, এই পরিস্থিতিতে কাজ বন্ধ করে আন্দোলন কোনোভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। ডিপিএলের এক কর্তা জানান, জেলা প্রশাসন যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করবো।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাযকে

বাঁকুড়া, ২৩ জুন (হি. স.) : জেলা জুড়ে শ্রদ্ধার সাথে পালিত হল পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাযের ৬৮ তম আত্মবলিদান দিবস। মঙ্গলবার সকালে বাঁকুড়া শহরের রানীগঞ্জ মোড়ে বীর সাভারকর মূর্তির পাশে ভারত কেশরী ডা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাযের আত্মবলিদান দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে তার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।বাঁকুড়া জেলা হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে হিন্দু মহাসভার সাধারন সম্পাদক সুশান্ত নন্দী, সহকারী সম্পাদক হর সুন্দর দত্ত, সহ সভাপতি সমীর দাস, প্রবীণ নেতা শান্তি অধিকারী, সংগঠন সম্পাদক দুর্গা লৌহ, জেলা বিজেপির সাধারন সম্পাদক প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাঁকুড়া পুর এলাকায় ১৬ নং ওয়ার্ডে বিজেপির পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।পুর কাউন্সিলর নিলার্দী দানা সহ বহু কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। বিষ্ণুপুর ও রামসাগরে বিজেপির উদ্যোগে আত্মবলিদান দিবসে ভারত কেশরী কে শ্রদ্ধা জানানো হয়।এছাড়াও বড়জোড়া, খাতড়া, সারেঙ্গাতেও বিজেপির উদ্যোগে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শহরের রাস্তায় বাসে উঠে নজরদারি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : করোনা আবহে দেশজুড়ে চলছে পঞ্চম দফার লকডাউন আনলক ওয়ান। আর যার জেরে ইতিমধ্যেই পথে নেমেছে গণপরিবহন। তবে,করোনা সংক্রমণ এড়াতে গণপরিবহনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেই নিয়ম মেনেই বাস-অটো চলছে কিনা মঙ্গলবার তল্লাশি চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

আনলক ওয়ানে চালু হয়ে গেছে বিভিন্ন অফিস। আর তাই চলছে বাস-ট্যাক্সি, অটো।বাস অটো পথে নামলেও মানতে হচ্ছে একাধিক নিয়ম। পাশাপাশি বাসের যাত্রী সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।যতগুলি সিট ততজন যাত্রী নিয়ে চলতে পারবে বাস।বাস কন্ডাক্টার থেকে ড্রাইভার সকলকে পরতে হবে মাস্ক। অটোর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম।নিয়মিত সানিটাইজ করতে হচ্ছে বাস আত গুলিকে। সেই সব বিষয়ে নজরদারি চালাতে বিভিন্ন বাসে উঠে নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ।

নেই মাস্ক, মামলা ৯ হাজার

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : বাস্তবে শুরু হয়ে গিয়েছে আনলক পর্ব। আর তার জেরেই মাস্ক না পড়ে বাড়িওর বাইরে পা রাখার সাহস দেখাচ্ছেন এক শ্রেনীর মানুষ। তাঁদের শায়েস্তা করতে সজাগ থাকছে পুলিশও। শুরু হয়ে গিয়েছে তাঁদের পাল্টা অভিযান। আর তাতেই মুখে মাস্ক না পড়ে রাস্তায় বার হলেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গুনতে হচ্ছে জরিমান।

সেই সঙ্গে হচ্ছে মামলাও। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র কলকাতা শহরে জুন মাসে এখনও পর্যন্ত ৯ হাজারেরও বেশি মানুষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে মুখে মাস্ক না পরে বাড়ির বাইরে পা রাখার কারনে। বহু মানুষ মাস্ক ঝুলিয়ে রাছেন নাকের বা থুতনির নিচে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আনলক হওয়ার পর মাস্ক না পরে রাস্তায় ঘুরছেন বহু শহরবাসী। তারই জেরে জুন মাসে এখনও পর্যন্ত রাস্তায় মাস্ক না পড়ে বেরনোর অভিযোগে ৯ হাজার ২৭৫ জনের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা শুরু করেছে। রাস্তায় যেখানে সেখানে থুথু ফেলার অভিযোগেও ধরা পড়েছে ৫৫৫ জন। এদের সকলের বিরুদ্ধেই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টে মামলা করা হচ্ছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে আদালত। পুলিশ জানিয়েছে, গত মার্চ মাস থেকেই মাস্ক না পরে বের হলেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে, আনলক হওয়ার পরও মাস্ক না পরার অভ্যাস রয়ে গিয়েছে অনেকের মধ্যে।

গৃহসম্পর্ক অভিযান থেকে ভার্চুয়াল রালি, সর্বাত্মক প্রচারে বিজেপি

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : বিধানসভা নির্বাচনের আগে সব রকমভাবে যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছোনোর চেষ্টা করছে বিজেপি। গৃহসম্পর্ক অভিযানের মত এলাকাভিত্তিক কর্মসূচি থেকে ভার্চুয়াল রালি বাদ যাচ্ছে না কোনও কর্মসূচি। বুধবার এ রকম এক ভার্চুয়াল সভায় আসছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

বিজেপি-র রাজ্য সহ সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে আবেদন করেছেন, ফেসবুক পেজে ভার্চুয়াল সভা দেখার। অদূর ভবিষ্যতে এ রকম আরও কিছু সভার আয়োজন করা হয়েছে। দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, “কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রারা দেশে ভার্চুয়াল সভা হচ্ছে। গত ৯ জুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দিয়ে শুরু হয়েছিল ভার্চুয়াল রালি। আগামী ক’দিনে পাঁচটি অঞ্চলে হবে এ রকম সভা। তাতে দলের প্রাদেশিক শীর্ষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গও উপস্থিত থাকবেন।“ দিলীপবাবু বলেন, ২৪শের সভা হবে মেদিনীপুর অঞ্চলকে ভিত্তি করে। ২৬শে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, ২৮শে কলকাতা অঞ্চলের সভায় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, ৩০ জুন রাঢ় বাংলার সভায় অর্জুনরাম মেঘওয়াল ২ জুলাই নবদ্বীপ অঞ্চলের রালিতে থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবীশঙ্কর প্রসাদ। করোনা আবহে স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতার হার। রাজ্যে সুস্থতার হার এখন ৬২.৫৮ শতাংশ। এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হন ৩৭০জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে ১১জনের। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৫৩১ জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৯৩০।

শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যু রহস্য উন্মোচনের দাবী জানাল বাঙালী যুব সমাজ

আগরতলা, ২৩ জুন।। শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যু রহস্য উন্মোচনের দাবী জানাল বাঙালী যুব সমাজ। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আজ, ভারত কেশরী ড ঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ৬৮ তম প্রয়াণ দিবস। ১৯৫৩ সালের ২৩ শে জুনের ঠিক এমনই একটি দিনে কাশ্মীরে নজরবন্দী অবস্থায় ভারত তথা বাংলা মায়ের এই বীর সন্তানের রহস্য মৃত্যু ঘটে। বর্তমানে রাজ্যে, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন যে বিজেপি দলের উৎপত্তি হয়েছে জনসংঘ থেকে, জনসংঘ হিন্দু মহাসভা থেকে তার শ্রষ্টা স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ হলেও তার প্রতি কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নেতিবাচক মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। অথচ বর্তমান শাসক দল কমতায় যাবার আগে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, বিজেপি ক্ষমতা দখল। করতে পারলে নেতাজীর মৃত্যু রহস্য যেমন তারা উন্মাচেন করবে তেমনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যু রহস্যেরও অবশ্যই কিনারা করবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, অটলজী আগে-পরে ৬ বছর ও মোদিজীর নেতৃত্বে দুই টার্মে ৬ বছর রাজত্ব চলার পরও আজ পর্যন্ত নেতাজী বা শ্যামাপ্রসাদ কারো মুত্যু রহস্য উন্মোচন নিয়ে কোন রা-মাত তো করছেই না বরং শ্যামাপ্রসাদকে বাদ দিয়ে বিজেপি এমন মেতেছে তাদের দীনদয়াল উপাধ্যায়কে নিয়ে। তাই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মৃত্যু রহস্য উন্মোচনের দাবী জানাচ্ছে বাঙালী যুব সমাজ।

জগন্নাথ

পাচের পাতার পর

তাঁকে আট দিনের মাথায় উল্টো রথের দিন আবার মূল মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হবে। এই ভাবেই সাঙ্গ হল এবারের মতো ঐতিহাসিক মাহেশের রথযাত্রা। আবহমানকাল ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে যে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় তা এবারে একবারেই ম্রিয়মাণ মারণ ব্যাধি প্রকোপে।ভক্তরা চোখের জলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন আগামী বছর যাতে সারা পৃথিবী থেকে চলে যায় ভয়াল এই রোগ। আগামী বছর আবার প্রভু স্বমহিমায় রথে চড়ে এই রথ যাত্রায় অংশ নেবেন এবং ভক্তদের আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন।

করিমগঞ্জের মেদলিতে

তিনের পাতার পর

আইসোলেশনে। এই খবর তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্র পাথারকান্দিতে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ফলে দরীয় কর্যেকর্তা ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়।

বিধায়ক পাল করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় বৃহত্তর পাথারকান্দিতে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনায় এলাকার বিভিন্ন মন্দির, দেবালয়, মসজিদে বিশেষ প্রার্থনা করছেন অনুগামী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। মঙ্গলবার এলাকার বিভিন্ন মন্দিরে বিধায়ক ঘনিষ্ঠরা পুজো দিয়েছেন। এছাড়া আজ দিনব্যাপী ঘৃতাহুতির মাধ্যমে মহামুত্যুঞ্জয় যজ্ঞের আয়োজন করা হয় মেদলি চা বাগানের শিবমন্দিরে। বিজেপির স্থানীয় নানা স্তরের পদাধিকারী, কার্যকর্তা এবং সমর্থকরা ব্রাহ্মণদের মন্ত্রোচ্চারনের মধ্য দিয়ে দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করে বিধায়কের আশু আরোগ্য কামনার পাশাপাশি গোটা দেশ থেকে করোনার বিনাশ কামনা করেছেন। রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে হরিনাম সংকীর্তন।

রথযাত্রা

● **প্রথম পাতার পর**

তাই ত্রিপুরার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে কার্পণ্য করে না। আখাউড়াস্থিত ওই রাধামাধব মন্দির ত্রিপুরার মহারাজাদের ইতিহাস আজও বহন করে চলেছে।

শ্রীশ্রী রাধামাধব আখড়া পরিচালন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক চন্দন কুমার ঘোষ জানান, প্রায় নয়শো বছর আগে ত্রিপুরার মহারাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানকার রথ উৎসবও সুদীর্ঘ বছরের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। করোনা-র প্রকোপে মন্দির চত্বরেই এবারের রথযাত্রা সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর কথায়, ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা থেকেই মন্দির পরিচালনায় অনুদান আসত। এখন স্থানীয়দের চাঁদায় মন্দির পরিচালনা হচ্ছে। তিনি বলেন, দুই দেশের সম্প্রীতির মেলবন্ধনে এই মন্দিরের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

আইনমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

দামছড়া দিয়ে প্রবেশ করেছেন ১২ জন। তাছাড়া আজ চোরাইবাড়ি গেট দিয়ে ৩৭৩টি গাড়ি রাজ্যে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন, গতকাল যে ১৬ জন করোনা আক্রান্ত রোগী পাওয়া যায় এর মধ্যে পশ্চিম জেলার ৪ জন, সিপাহিজলা ৩ জন, খোয়াই জেলার ৫ জন, ধলাই জেলার ১ জন, ঊনকোটি জেলার ১ জন এবং উত্তর জেলার ২ জন রয়েছেন।

তাঁর কথায়, বর্তমানে যে ৪২৮ জন করোনা রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের মধ্যে আজ ৭ জনের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। করোনা রোগীদের সুস্থ হওয়ার হারও দিন দিন বাড়ছে। তিনি জানান, আজ চেন্নাই থেকে ৪০০ জন যাত্রী নিয়ে আগরতলার উদ্দেশে একটি ট্রেন রওয়ানা হয়েছে। আগামী ২৫ জুন এই ট্রেনটি রাজ্যে পৌঁছার সম্ভাবনা। ট্রেন ফেরত সকল যাত্রীর নমুনা পরীক্ষা করা হবে, জানিয়েছেন মন্ত্রী।

স্মরণ

● **প্রথম পাতার পর**

তাঁর বলিদান বৃথা যায়নি, আজ আমরা তা অনুভব করতে পারছি। বিজেপি যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি টিঙ্কু রায় বলেন, ভারত আজ জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভের দিকে এগিয়ে চলেছে। তা স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শকে পাথেয় করে সম্ভব হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক টুইট বার্তায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মন্ত্রিসভার অন্য সদস্য এবং বিজেপি বিধায়কগণও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

দেবের কাছে সাজাইও মগ সহ চারটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, নিহতদের পরিবারে সরকারি চাকরি এবং থানা ও সংশোধনাগারে পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তাদের প্রতিনিয়ত নজরদারি রাখার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট জমানায় পুলিশ লকআপে ১৫ জন বিচারাধীন কয়েদির মৃত্যু হয়েছে। কোনও ঘটনারই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি তদানীন্তন সরকার, গত জানুয়ারিতে সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি করেছিলেন আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ।

আরও

● **প্রথম পাতার পর**

দক্ষিণ জেলায় ৫ জন, ধলাই জেলায় ৪ জন, খোয়াই জেলায় ২ জন, গোমতী, উত্তর ও পশ্চিম জেলায় ১ জন করে রয়েছেন। আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট বার্তায় আরো জানিয়েছেন, ২৫ জন করোনা আক্রান্তের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাদের জেলা কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

সিবিআই

● **প্রথম পাতার পর**

রঞ্জিত সিঙের নামও সিবিআই-এর এজাহারে উল্লেখ রয়েছে।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার, প্রেসক্লাব সহ বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা

আগরতলা, ২৩ জুন।। রাজ্যের সর্ববৃহৎ এবং সর্বপ্রাচীন সাংবাদিকদের সংগঠন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের কার্যকরি কমিটির একটি বর্ধিত সভা আজ দুপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় সদস্যরা এসোসিয়েশনের সভাপতি দিবাকর দেবনাথ ও রাজ্যের আরও কয়েকজন সিনিয়র সাংবাদিক ও সম্পাদককে জড়িয়ে সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত তিনটি ভিডিও ভাইরাল করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার প্রকাশ করেছেন। একই সাথে এই ঘটনার নেপথ্যে যে সমস্ত কূশীলব জড়িত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সদস্যরা একমত প্রকাশ করেছেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ইতোমধ্যে রাজ্যের বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশেনের মাননীয় সভাপতি শ্রী দিবাকর দেবনাথ ব্যক্তিগতভাবে গতকাল ২২ জুন ২০২০ ইং তারিখে রাজধানীর নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স থানায় একটি এফআইআর দায়ের করেছেন। এসোসিয়েশনের এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ,সভাপতি দিবাকর দেবনাথকে নিয়ে তৈরি চরম নিন্দনীয় ওই ভিডিওটি যারা তৈরি করেছে এবং যারা সেটি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়েছে তাদেরকে যাতে পুলিশ যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পারে তারজন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় পৃথক পৃথক ভাবে এফআইআর দায়ের করা হবে। আগামী শুক্রবারের মধ্যে রাজ্যের সর্বত্র থানাগুলিতে সংগঠনের মহকুমা ও জেলা কমিটিগুলির তরফে এই এফআইআর জমা দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, যারা ওই ভিডিওটি সামাজিক মাধ্যমে আপলোড কিংবা শেয়ার করেছিল তাদের মধ্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লিংকও রয়েছে- যা ইতোমধ্যে পুলিশের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

এসোসিয়েশন এদিন রাজ্য পুলিশের কাছে দাবি রাখছে, যারাই ওই আপত্তিকর ভিডিওগুলি তৈরি করেছিল তাদেরকে অনতিবিলম্বে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করতে হবে। অন্যতায় সংগঠন রাজ্যব্যাপী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য হবে। রাজ্যের কর্মরত সাংবাদিকদের একমাত্র বৈধ ও সর্ববৃহৎ সংগঠন ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন এই ধরণের ন্যাক্কারজনক ঘটনা কোনোভাবেই বরদাস্ত করবে না বলে এদিন সদস্যরা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। এই জাতীয় ঘটনার বিরুদ্ধে রাজ্যের সকল অংশের সাংবাদিক ও দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে এসোসিয়েশন আহ্বান জানাচ্ছে।

এদিকে, ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়ন উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, গত কয়েক বছর ধরে সামাজিক মাধ্যমে সাংবাদিক ও সমাজের বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। ভুয়ো একাউন্ট ছাড়াও সতর্ক থাকুন ত্রিপুরাবাসী নামে একটি পেইজ থেকে গত কয়েক বছর ধরে লাগাতর কুৎসা, অপপ্রচার ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে বহু মামলা কয়েক বছর ধরে বিচারাধীন রয়েছে।

অন্যদিকে, আগরতলা প্রেসক্লাব এক বিবৃতিতে কুৎসা ও অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং এই ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছে।

বিজেপি সাংসদ

পাচের পাতার পর

সকালে ভোপালে, বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ভারতীয় জন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন সাধ্বী প্রজ্ঞা, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি। তড়িঘড়ি সাধ্বীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।শারীরিকভাবে অসুস্থতাবোধ করছিলেন তিনি।

যুবতীকে

● **প্রথম পাতার পর**

আসে। আর ঐদিন সন্ধ্যাবেলা অনিল নমের শ্বশুরবাড়ির পাশের ঘরের নির্জনতার সুযোগ নিয়ে ২০ বছরের এক যুবতীকে বিয়ের প্রলোভন ও বল পূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। তখন ওই যুবতীর অন্ধ পিতা ঘরে ছিল না। যুবতী ছোট ভাই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে আশপাশের লোকজন ও তার বাবাকে জানায় ঘটনাটি জানতে পেরে যুবতীর পিতা ও আশপাশের জনগণ ছুটে এসে অনিল নমকে হাতেনাতে পাকড়াও করে। তারপর বসানো হয় সালিশি সভা। সালিশি সভায় অভিযুক্ত অনিল নমঃ ধর্ষিতা যুবতী,তার পরিবার ও সালিশি সভায় উপস্থিত সকলের কাছে প্রতিশ্রুতি করে সে ওই যুবতীকে বিয়ে করবে। কিন্তু জানা যায় অনিল নমঃ আগে থেকেই বিবাহিত। তা সত্ত্বেও সালিশি সভার মাধ্যমে অভিযুক্তের স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনরা ধর্ষিতা যুবতীকে বিয়ে করার সম্মতি জানান।

সালিশি সভার বিচার অনুসারে অভিযুক্ত অনিল নমঃ ওই যুবতীকে সামাজিকভাবে বিয়ে করবে বলে জানায়। পরের দিন অর্থাৎ শুক্রবার ধর্ষিতা যুবতী ও অনিল নমকে নিয়ে অভিযুক্তের আত্মীয়পরিজনরা কালিকাপুরের নিজ বাড়িতে চলে যান। সেখানে যাওয়ার পর ধর্ষিতা যুবতীকে অভিযুক্ত অনিল তার বাবা ও ছোট ভাই মিলে মারপিট করে বাড়ি থেকে বের করে দেয় বলে ধর্ষিতা যুবতীর অভিযোগ। সেখান থেকে নিরুপায় হয়ে সাত সঙ্গম এলাকার বাবার কাছে আশ্রয় নেয় ধর্ষিতা যুবতী। তারপর গতকাল রাত্রিবেলা ধর্ষিতা যুবতী অভিযুক্ত অনিল নমের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু করে পাশাপাশি তার বাবা ও ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে মারপিটের মামলা রুজু করে।

বর্তমানে অভিযুক্ত ধর্ষনকারী জামাতা অনিল নমঃ পলাতক হলেও ইতিমধ্যে কদমতলা থানার পুলিশ অভিযুক্তের পিতা সুনীল নমঃ (৫৫) এবং ছোট ভাই গোপাল নমকে গ্রেফতার করেছে। পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ খুব শীঘ্রই অভিযুক্ত ধর্ষণকারী অনিল নমকে জালে তুলবে বলেও জানিয়েছে কদমতলা থানার পুলিশ। অপরদিকে সুষ্ঠু বিচার চেয়ে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ ধর্ষিতা যুবতী ও তার অন্ধ পিতা।এখন দেখার বিষয় কদমতলা থানার পুলিশ অভিযুক্ত নরপিশাচ অনিল নমকে গ্রেপ্তার করে কি শাস্তি প্রদান করে?

সোনিয়া গান্ধী

● **প্রথম পাতার পর**

কর্নেল বি সন্তোষ বাবু সহ কুড়ি জন শহীদের স্মরণে দু মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়।

বৈঠক শুরু হওয়ার পরে নিজের বক্তব্যে সোনিয়া গান্ধী জানিয়েছেন, দেশের অর্থনীতিতে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা দূরীভূত করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের তরফ থেকে। কিন্তু সরকার বিরোধীদের কথা শোনে না। গরিবদের আর্থিক সংকট দূর করার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে প্রসার ও প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত রাজকোষ উন্মুক্ত করা। কিন্তু তা না করে মোদী সরকার এমন একটি আর্থিক প্যাকেজের ঘোষণা করল, যা জিডিপির এক শতাংশেরও কম। গোটা বিশ্ব জুড়ে যখন অপরিশোধিত তেলের দাম কমে চলেছে তখন ভারতে বিগত ১৭ দিন ধরে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী। কেন্দ্র কোন নীতির উপর ভিত্তি করে সাধারণ মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছে সেটা এখনও স্পষ্ট নয়।

করোনা সমস্যা আজও আমাদের দেশে এক ভয়াল আকার ধারণ করে রয়েছে। কেন্দ্র যতই আশ্বস্ত করুক না কেন।বাস্তব পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে যে প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। সংকটের এই মুহূর্তে রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য করার আশ্বাস কেন্দ্র দিয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকারগুলি একটা টাকাও পায়নি।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং জানিয়েছেন, যে সাহস ও সংকল্প নিয়ে করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত ছিল। তেমনটা হয়নি।তাই প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।পাশাপাশি চিনা আগ্রাসন যদি দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা না করা যায় তবে পরিস্থিতি আরো সংকটজনক হয়ে উঠবে।

জিএমপি

● **প্রথম পাতার পর**

করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা করার দাবিও জানিয়েছে গণমুক্তি পরিষদ।

জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বর্তমানে দেশে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় চলেছে। তাতে আমাদের রাজ্যও চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছে। ফলে, গ্রাম-পাহাড়ে, বিশেষ করে জনজাতি অংশের মানুষ সবচেয়ে বেশি সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর দাবি, ওইসব এলাকায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। জুমিয়া পরিবারগুলোর জন্য অনাহার অর্ধাহার নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিন তিনি করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে এই সঙ্কট তৈরি হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকে গরিব অংশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

অবশ্য, লকডাউন ঘোষণার পদ্ধতি নিয়েও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধুনো করেছেন। তিনি বলেন, গোটা বিশ্বজুড়েই করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে লকডাউন ঘোষণা করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে লকডাউন ঘোষণা করা উচিত ছিল বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

মন্ত্রিসভার

● **প্রথম পাতার পর**

সেগুলি দ্রুত রূপায়ণের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসককে নিযুক্ত করার জন্য এক্স-ক্যাডার পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

বেড়ে ৫১,২৭১

আটের পাতার পর

এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২১,৪৩২ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১.১ মিলিয়নের বেশি।

শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ

আটের পাতার পর

রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিষয়টি উত্থাপন করেন। এর পরই নিজের পায়ে কুড়াল মারেন তিনি। সেই সময় আবার রাজ্যের ক্ষমতা পেতে না পেতেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দেখিয়ে নেহেরুকে ব্ল্যাকমেল করেন। মূলত সেই সময় শ্রীনগরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহের চাপে ৩৭০ ধারা লাগু করতে বাধ্য হন তিনি। অন্যদিকে শ্যামাপ্রসাদ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এর পর তিনি ঠিক করেন যে তিনি বিনা অনুমতিতে কাশ্মীরে ঢুকবেন। সেখানে ঢুকতে গিয়ে আব্দুল্লাহের পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। অনেকেই ভেবেছিলেন কাশ্মীর ঢোকার আগেই তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু সেটা হয় নি, কাশ্মীরে ঢোকার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, যাতে ওখান থেকে তিনি আর বেরোতে না পারেন। এটাই আব্দুল্লাহ এবং নেহেরুর ষড়যন্ত্র ছিল। এই অভিযোগ করেছিলেন অটলবিহারি বাজপেয়ী। সেই সময় ওখানকার আইন রাজার আমলের মতো ছিল। ফলে কেউ একবার গ্রেফতার হলে ছাড়া পাওয়া অনেক কঠিন ছিল। শুধু এখানেই নয়, ওই ছোট্টো কুটিরটিকে সাব জেল বানিয়ে দিয়েছিল। এমনকি শ্যামাপ্রসাদকে ওখানে হাঁটা চলার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

এই সব কথা মঙ্গলবার উঠে আসে নানা স্মৃতিচারণে। এদিন মুরলিধর সেন লেনে বিজেপি রাজ্য দফতরের সামনে শ্যামাপ্রসাদের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে স্মৃতিচারণ করেন দিলীপ ঘোষ। মাল্যদান করেন দলের রাজ্য সহ সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু, দলের মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, জয়প্রকাশ মজুমদার প্রমুখ।

এছাড়া এদিন যাদবপুরে শ্যামাপ্রসাদের এক স্মরণসভায় শ্রদ্ধা জানান বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা। স্মরণ-অনুষ্ঠান হয় শ্যামাপ্রসাদ স্টাডি সার্কলে। রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভার অর্জুনপুরে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য যুব সভাপতি সৌমিত্র খাঁ। ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ভিটে বলাগড়ের জিরাটে তাঁর ভাইপো জনতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি রাজকমল পাঠক, জেলা সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতৃত্ব।

াঙ্গন

এই সময়ে ইংল্যান্ড সফর ঝুঁকিপূর্ণ বললেন পিসিবির চিকিৎসক

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই সফরে। এর মধ্যে আছে প্রতি ৬ থেকে ৬ দিন পর পর সব খেলোয়াড় আর কর্মকর্তাদের করোনা পরীক্ষা করা ভাড়া করা বিমানে করে ইংল্যান্ড যাবে পাকিস্তান দল। আগামী রোববার উড়াল দেওয়ার আগে দলের সব সদস্যদের দুবার করে করোনা পরীক্ষা করা হবে। ইংল্যান্ডে পাকিস্তান দল অনুশীলন করবে জৈব-সুরক্ষিত পরিবেশে, খেলবেও ওই একই পরিবেশে দর্শকহীন মাঠে। এত সব সতর্কতা থাকবে, এরপরও করোনাভাইরাস এই মহামারির সময়ে ইংল্যান্ড সফরকে ঝুঁকিপূর্ণই মনে করছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চিকিৎসক সোহেল সেলিম।

ঝুঁকি থাকার পরও পাকিস্তান কেন এই সময়ে ইংল্যান্ড সফরে যাবে? এটা সাধারণ ক্রিকেট দর্শক আর খেলোয়াড়দের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যই প্রয়োজনএমনটাই বলেছেন সেলিম, ‘মহামারির এমন সময়ে ক্রিকেট খেলার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। দুই দলের জন্যই এই অভিজ্ঞতা প্রথম। মহামারি মানেই ঝুঁকি। তবে খেলোয়াড়দের কাজ তো মানুষকে বিনোদন দেওয়া!’সেলিম দুই দলের জন্যই এই অভিজ্ঞতা প্রথম বললেও ইংল্যান্ড দর্শকহীন মাঠে ও জৈব-সুরক্ষিত পরিবেশে খেলার অভিজ্ঞতা পাকিস্তানের আগেই পেয়ে যাবে। আগামী মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দেশের মাটিতে তিন টেস্টের সিরিজ খেলবে দলটি। আর ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্তান তিনটি করে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি খেলবে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে।করোনাভাইরাস মহামারির এই সময়ে মানুষ নিজেদের ঘরে বন্দি করে রাখতে রাখতে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে বলে মনে করেন সেলিম। পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা সর্বশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট খেলেছেন মার্চ মাসে। ১৭ মার্চ পাকিস্তানের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট পিসিএল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ঘরবন্দী বাবর আজমরা। মানসিক দিক থেকে তাঁরাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে উল্লেখ করে সেলিম বলেছেন, ‘সাধারণ মানুষের বেলায়ও তাই। ঘরে বসে থাকতে থাকতে মানুষ মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়ছে। ক্রিকেট এটা কমাতে পারে।’করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে এই সফরে। এর মধ্যে আছে প্রতি ৬ থেকে ৬ দিন পর পর সব খেলোয়াড় আর কর্মকর্তাদের করোনা পরীক্ষা করা। এ ছাড়া সফরের সময় করোনা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে পাকিস্তান দলকে। খেলোয়াড় বা কর্মকর্তারা ইংল্যান্ডে তাঁদের কোনো আত্মীয় বা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

প্লাঙ্কেটকে “খুন” করতে চেয়েছিলেন শোয়েব আখতার

শোয়েব আখতারের আগুনে বোলিংয়ের সামনে পড়লে যে কোনো ব্যাটসম্যানেরই বুকে কাঁপন ধরত। আর যদি অভিষেকেই কেউ শোয়েবের মুখোমুখি হয়ে ”খুন”-এর হুমকি পান, তাহলে তো তাঁর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাওয়ার কথা! তেমনই একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল ইংলিশ পেসার লিয়াম প্লাঙ্কেটের।ঘটনাটা প্লাঙ্কেটের অভিষেক টেস্টের। ২০০৫ সালে পাকিস্তান সফরে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। লাহোরে তৃতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করছিল সফরকারীরা। ইংল্যান্ড ২৪৯ রানে হারিয়ে ফেলে ৭ উইকেট। টেল এন্ডার প্লাঙ্কেট এরপরই আসেন ব্যাটিংয়ে। ৭৮তম ওভারের শেষ দুই বলে দানিশ কানেরিয়াকে সামলান প্লাঙ্কেট। এরপরই আসেন গতিদানব শোয়েব আখতার। তখন রীতিমতো ঘণ্টায় ৯০ মাইল গতিতে বল করছেন ”রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস”। ওই সময়ই প্লাঙ্কেটকে ভড়কে দেওয়ার জন্য শোয়েব মজা করে বলেছিলেন ”খুন” করার কথা। অবশ্য কাউন্টিতে দুজন একই সঙ্গে খেলতেন ডারহামের হয়ে। আর এজন্যই বোধহয় এভাবে মজা করতে পেরেছিলেন। স্মৃতির সরণীতে হেঁটে সেই দিনের কথা মনে করে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয়ী তারকা বলছিলেন, ”কাউন্টিতে ও ভয়ঙ্কর ছিল। বদলি হিসেবে ফিল্ডিং করতাম শোয়েব আর হার্মির (স্টিভ হার্মিসন) জন্য। হার্মির জন্য স্লিপে, শোয়েবের জন্য লেগ স্লিপে দাঁড়াতাম। এরপর আমার প্রথম টেস্ট ম্যাচে শোয়েবের মুখোমুখি হতে হলো। এর আগেও যেহেতু ওর সঙ্গে ডারহামে খেলেছি, টেস্ট ম্যাচে আমার সঙ্গে তাই এমন মজা করল। রানআপে ফেরার সময় ও আমার কাছে এসে হেসে বললো, তোমাকে খুন করে ফেলব।” অবশ্য শেষ দিকে নেমে বেশ ভালোই খেলেছিলেন প্লাঙ্কেট। ৬০ বলে করেন ৯ রান। শেষ পর্যন্ত শোয়েব আখতার আউট করতে পারেননি প্লাঙ্কেটকে। ইংল্যান্ডের পেসারকে আউট করেছিলেন মোহাম্মদ সামি। শোয়েবের বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা খারাপ ছিল না প্লাঙ্কেটের, ”আমার মনে হয় প্রথম বলটা ভালোই খেলেছিলাম। আমি ডাক করি। ওর বাউন্সার আমার কাঁধে আঘাত করে এরপর। ওই সময় আমি শুধু আমার প্যান্ট ঠিক করছিলাম।”

হাঁটুর চোট নিয়ে বার্সেলোনায় যাচ্ছেন আগুয়েরো

বার্নলির বিপক্ষে গত পরশু ম্যানচেস্টার সিটির বড় জয়ে হাঁটুতে চোট পেয়েছেন দলটির আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার সার্জিও আগুয়েরো। ছবি: রয়টার্স

বার্নলির বিপক্ষে গত পরশু ম্যানচেস্টার সিটির বড় জয়ে হাঁটুতে চোট পেয়েছেন দলটির আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার সার্জিও আগুয়েরো। ছবি: রয়টার্স

বার্নলির বিপক্ষে গতকাল প্রিমিয়ার লিগে ৫-০ গোলে জেতা ম্যাচে হাঁটুতে চোট পেয়ে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মাঠ ছেড়ে যান সিটির আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার।দল বড় জয় পেয়েছে, তারপরও মন ভালো থাকার কথা নয় ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা ও দলটির সমর্থকদের। এই ম্যাচে যে চোটের কারণে হারাতে হয়েছে দলের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার সার্জিও আগুয়েরোকে। হাঁটুতে চোট পেয়ে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মাঠ ছেড়ে যান সিটির আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার। করোনাভাইরাস মহামারির বিরতি কাটিয়ে সদ্যই মাঠে ফিরেছে ইংল্যান্ডের ফুটবল। কিন্তু খেলা ফের শুরু হতে না হতেই শেষ হয়ে গেল আগুয়েরোর মৌসুম। শঙ্কা করা হচ্ছে এ মৌসুমে আর মাঠে ফেরা নাও হতে পারে তাঁর। হাঁটুর অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁকে বার্সেলোনায় এক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে বলে আজ জানিয়েছে সিটি।বার্নলির বিপক্ষে গতকালের ম্যাচটির তখন প্রথমার্ধ শেষ হয় হয়। এমন সময়ে প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে আগুয়েরো ফাউল করেন বেন মি। সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এ মৌসুমে এখন পর্যন্ত প্রিমিয়ার লিগে ১৬ গোল করা স্ট্রাইকার। চোট পেয়েছেন পুরোনো চোটের ওপরই! ম্যাচ শেষে সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা বলেছেন, ”হাঁটুতে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল ও। মাসখানেক আগেও হাঁটুতে সমস্যা ছিল। এখনো ব্যথা আছে। আসলে কী হবে তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

কোহলির এক ঘড়ির দাম সাড়ে ৯ লাখেরও বেশি

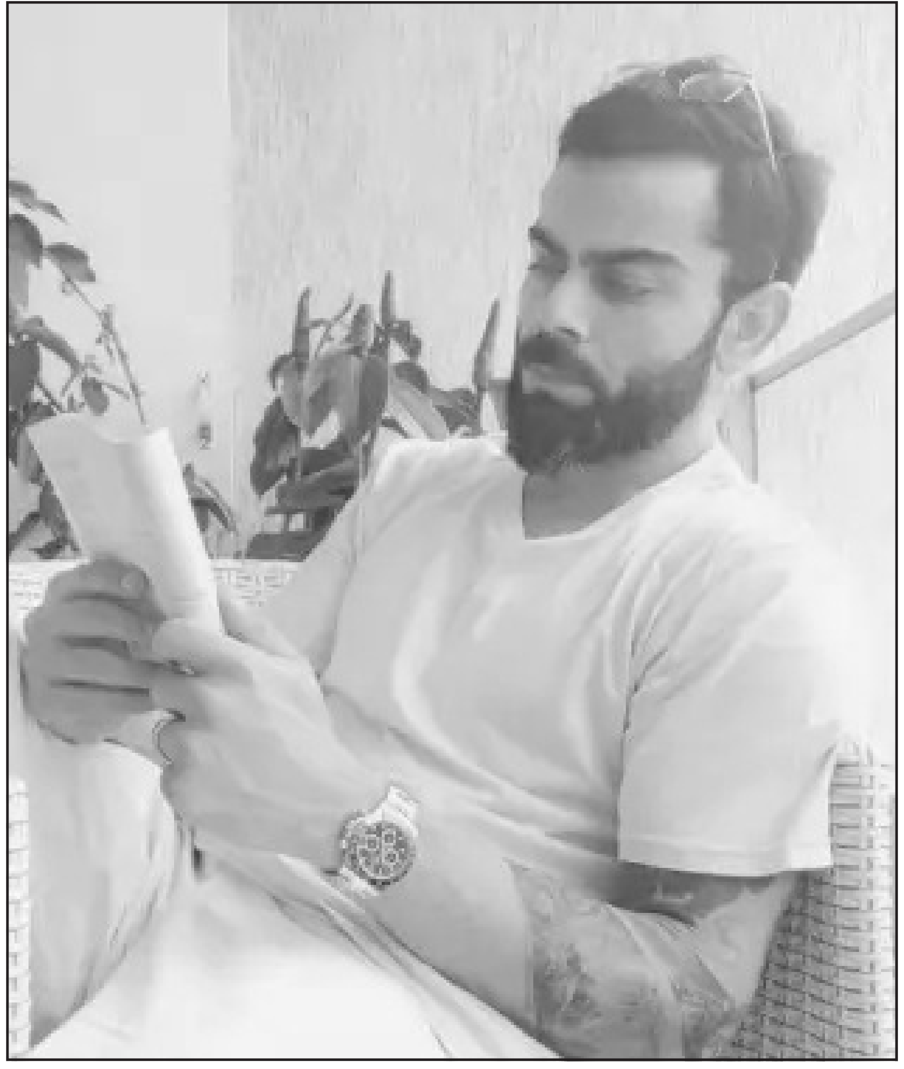

একটা ঘড়ি। ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি সেই ঘড়ি হাতে পরেই একটা পোস্ট দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। আলোচনা সেটি নিয়েই। সামাজিক মাধ্যমের সেই ছবির নিচে ঘড়িটি নিয়ে একটা বাক্যও লেখেননি তিনি।

কিন্তু কৌতূহলী মানুষের তো আর অভাব নেই এই দুনিয়ায়। কোহলি যে ঘড়িটি হাতে পরেছেন, সেটির দাম কত, সেটি বের করা এ যুগে কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু দাম জানার পর সবার চোখ চড়াকগাছ! একটা ঘড়ির দাম ৮ লাখ রুপিরও বেশি!এমন দাম হওয়াটাই স্বাভাবিক। কোহলির ঘড়িটি রোলেক্স ব্র্যান্ডের।

এটি রোলেক্সের কসমোগ্রাফিক ডেটোনা মডেলের ঘড়ি। এতে এমন প্রযুক্তি আছে তা দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় ভ্রমণের সময় ও গড় গতি নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যায়। স্টাইল কিংবা ফ্যাশনের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল।ঘড়ির দাম ভারতীয় মুদ্রায় ৮ লাখ ৬০ হাজার ৭০০ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় যেটি ৯ লাখ ৬৩ হাজার ১৫৭ টাকা।এমন দামি ঘড়ি যিনি ব্যবহার করেন ফোর্বসের হিসাবে তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১৯৬ কোটি রুপি। তাঁর আয়ের একটা বড় অংশ আসে ব্যবসায়িক বিনিয়োগ ও ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্ট থেকে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড থেকে প্রতি মাসে তিনি বছরে ৭ কোটি রুপি বেতন পান। তাঁর বাৎসরিক বেতনের আরও একটি উৎস আছে, সেটি আইপিএল। সেটি ধরলে এ অর্থের পরিমাণ আরও বেশি। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু তাঁকে প্রতি মৌসুমে ১৭ কোটি রুপি দিয়ে থাকে। তিনি এ মুহূর্তে বিভিন্ন ব্র্যান্ড যেমন অডি, ফ্লিপকার্ট, গুগল, হিরো, মটোকর্প, পুমা, উবার ও ভালভোলাইনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর।

TENDER NOTICE

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF 'ERIK! RA INVITES TENDER IN SEAI.ED COVERS FROM BONAF1DE FIRMS SUPPLIERS FOR SUPPLY OF SPORE ARTICLES TO WEST TRIPURA DISTRICI S.I ORE (FORMS & STATIONERY) FOR USE OF THE WEST TRIPURA b p 'V* DITR ICI POLICE PERSONNEL. FOR THE YEAR 2020-2021.

THE TENDERS/QUOTATIONS WILL BE RECEIVED AT THE SUPERINTENDENT OF POLICE (WEST) OFFICE ON 09-07-2020 FROM 10.30 HRS TO 15.30 FIRS. THE TENDERS/QUOTATIONS WILL BE OPENED ON THL SAME DAY A I' 16.00 HRS IN PRESENCE. OF REPRES1 \ 1 ATIVES OF TI it TENDERERS WILLING TO BI. PRESENT AT THAT TIME.

LIST OF STORE ARTICLES AND TERMS AND CONDITIONS REGARDING TENDER ARE AVAILABLE AT FORMS AND STATIONERY STORE, A.D.NAGAR POLICE LINE. AGARTAI.A. WEST TRIPURA FREE OF cc)ST.

ICA/C-749/2020-21

SUPERIN E D OF POLICE.
WEST TRIURA::AGARTAI.A

PRESS NOTICE INVITING TENDER

SEALED TENDER IS HEREBY INVITED BY THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA FROM THE BONAFIED FISH SEED GROWERS (NDIVIDUAL /FISHERY BASED SHGs/MSS LTD.) OF KAMALPUR SUB-DIVISION PRODUCING AVAILABLE QUANTITY FISH FINGERLING IN THEIR OWN/LEASED OUT WATER BODIES FOR SUPPLY OF MAJOR CARP FINGERLING IN DIFFERENT GP/VC AREAS OF DURGACHOWMUHAN! BLOCK AND KAMALPUR NAGAR PANCHAYET (PART- I) UNDER KAMALPUR SUB-DIVISION DURING THE YEAR 2020-21, THE LAST DATE OF SUBMISSION THE TENDER IS 04/07/2020 UPTO 4.00 P.M . THE DROPPING OF TENDER WILL BE ELIGIBLE FOR ONLY WITHIN SPECIFIED GP/VC DURGACHOWMUHAN1 BLOCK UNDER KAMALPUR SUB-DIVISION AREA. THE INTERESTED TENDERER MAY CONTACT WITH THE OFFICE OF THE UNDERSIGNED ON OR BEFORE 04/07/2020 ON ANY WORKING DAYS FOR COLLECTION OF TENDER FORM AND DETAIL TERMS AND CONDITIONS.

ICA/C-743/2020-21

(M. . NA H) SUPDT.OF FISHERIES
KAMALPUR, DHALAI TRIPURA

Press Tender Notice No.05/SF (KGT)/2020-21/
Dt.19/06/2020

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied Fish Seed Growers (Individual/Fishery Based SHGs/MSS Ltd.) of Kumarghat Block and Kumarghat MC under KUMARGHAT Sub-Division producing available quantity fish fingerling in their owned/leased out water bodies for supply of Major Carp Fingerlings at Kanchanbari, West Kanchanbari, Taraninagar, Demdum, East Ratacherra, West Ratacherra & Saidarpar of Kumarghat Block areas under Kumarghat Sub-division during the year 2020-21. The last date of receipt of the tender is 30/06/2020 up to 4.00 PM. The dropping of tender will be eligible for only within Kumarghat Block and Kumarghat MC area under Kumarghat Sub-Division. The interested tenderer may contact with the office of the undersigned on or before 29/06/2020, on any working days for collection of tender form and detail terms and condition.

ICA/C-738/2020-21

(G. Sherpa)
Supdt. of Fisheries Kumarghat,
Unakoti Tripura

Notice Inviting Tender

The Medical Superintendent & Head of Office, A.G.M.0 & G.B.P. Hospital, Agartala, Tripura irivite; Notice Invitinlz Tender from resourceful Manufacturers / authorized dealers, for "Hiring of Vehicle of RHTC M & M Bolero for used in Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala." Ref.No: F.3 (19)-AGMC/S&P/2019-20(Sub-II) subject to certain terms & conditions through e-Procurement website of Government of Tripura, https:// tripuratenders.gov.in. The tender fee (Non refundable) and Farn,?st money (Refundable) are to be paid electronically over the online Payment facility provided in the Portal. any time before Bid Submission End Date using either of the supported Payment modes like Net Elank:ng/Debit Card/Credit Card. Last date of submission is upto 5.90 PM of/3 /0?-/2020.

ICA/C-734/2020-21

Medical Superintendent & Head of
Office A.G.M.0 & G.B.P.
Hospital,.Agartala.

সন্ধ্যান চাই

Ref. Srinagar PS GDE Entry No. 32 Dated 16/06/2020

পাশের ছবিটি শ্রীমতি কনিকা দাস (সাহা) স্বামী শ্রী সজল সাহা, পিতা মৃত অনাদি সাাহা, সাং- নন্দনগর ৬ নম্বর পাড়া, থানা শ্রীনগর পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স- ২৬ বছর উচ্চতা- ৫ ফুট গায়ের রং শ্যামলা। পরনের চুড়িদার গত ১৫/৬/২০২০ ইং তারিখ অনুমানিক সকাল ১০টা সময় নিজ বাড়ি হইতে কাউকে না বলে চলে যায়। অনেক খোঁজা খোঁজি করার পরও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত মহিলার সম্বন্ধে কাহার ও কোন তথ্য যানা থাকিলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) শ্রীনগর থানা - ০৩৮১ ২৮৬ ১৩২২

ICA/D-208/2020-21

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

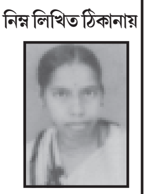

জাগরণ 24 June, 2020, Wednesday আগরতলা ২৪ জুন, ২০২০ ইং, ■ ১০ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

ত্রিপুরায় রথের বদলে অটো ও টমটম-এ যাত্রা জগন্নাথের

তেলিয়ামুড়ায় টমটমে শ্রীশ্রীচৈতন্য আশ্রমে জগন্নাথ রথযাত্রা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/ তেলিয়ামুড়া, ২৩ জুন।। করোনা-র প্রকোপে রথে চড়ে মাসির বাড়ি যাওয়া হল না জগন্নাথের। তাই অটো এবং টমটমে চড়েই বলরাম এবং সুভদ্রাকে সাথে নিয়ে রওয়ানা দিয়েছেন তিনি। করোনা-র ভয় উৎসবের আনন্দ এবং ভগবানের প্রতি ভক্তি বাধা হতে পারে না, ত্রিপুরায় তারই ছবি ফুটে উঠেছে আজ।

আজ তেলিয়ামুড়া শ্রীশ্রী চৈতন্য আশ্রমের উদ্যোগে রথযাত্রা-র আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু করোনা মোকাবিলায় সরকারি নিষেধাজ্ঞা মেনে জনসমাগম ছাড়া রথযাত্রা উদযাপিত হয়েছে। এদিন আশ্রমে রথ সাজানো হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু, আশ্রমের পুরোহিতগণ জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা-কে নিয়ে টমটম-এ চড়ে রওয়ানা দেন। এ-বিষয়ে আশ্রমের কর্মকর্তা রামানন্দ গোস্বামী বলেন, সরকারি আদেশ মেনে আজ ধর্মপ্রাণ দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল খুবই কম। তবে রথ বের করা সম্ভব হয়নি। তাই ধর্মীয় রীতি মেনে বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে নিয়ে টমটমে চড়ে গুণ্ডিচা মন্দিরে যাওয়া হয়েছে। একই ছবি ফুটে উঠেছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারেও। সেখানে অটোয় চড়ে ভাই ও বোনকে নিয়ে মাসির বাড়ি গেলেন জগন্নাথ। শান্তিরবাজারে রামঠাকুর আশ্রমে প্রতিবছর রথযাত্রা উদযাপিত হয়। কিন্তু করোনা-র প্রকোপে সরকারি নিষেধাজ্ঞা মেনে জনসমাগম সম্ভব নয়। তাই এবার রথযাত্রায় অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছেন আশ্রম কর্তৃপক্ষ। অন্যান্য বছর শান্তিরবাজার রামঠাকুর আশ্রম থেকে শুরু করে থানা সংলগ্ন এলাকায় চৌদ্দ দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত রথ টেনে নিয়ে যেতেন স্থানীয়রা। কিন্তু এ-বছর রামঠাকুর আশ্রম থেকে অটোয় চেপে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে নিয়ে গেছেন আশ্রম কর্তৃপক্ষ। এমন রথযাত্রাকে ঘিরে শান্তিরবাজারে ব্যাপক উৎসাহ ছিল।

শান্তিরবাজারে অটোতে রামঠাকুর আশ্রমের জগন্নাথ রথযাত্রা।

মাস্ক পরে বলরাম মন্দিরের রথের রশিতে টান সন্ন্যাসীদের

কলকাতা, ২৩ জুন (হি স): করোনা আবহের মাঝেই মঙ্গলবার রথযাত্রা।কিন্তু প্রতিবছরের থেকে এই বছরের চিত্র যেন সম্পূর্ণ আলাদা। করোনা আবহে এই বছর পথে বেরোচ্ছে না রথ। আর তাই এ দিন বাগবাজারের বলরাম মন্দিরে মাস্ক পরেই রথের রশিতে টান দিলেন সন্ন্যাসীরা। কথিত আছে বললাম বসু রামকৃষ্ণ দেবের একজন শিষ্য। কলকাতায় এলে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে কখনও কখনও রাত কাটাতেন। এই বলরাম বসুর বাড়িতে রথের দিন উৎসব হত। রথের আকৃতি ছোট হলেও বলরাম বসুর বাড়ির রথযাত্রার নামডাক ছিল। রথটি ১৮৮৪ সালে ৩ জুলাই থেকে বাংলার আবেগের সঙ্গে অতোপ্রতভাবে জড়িয়ে গেল। সেদিন ছিল উল্টোরথ। হঠাৎ ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের নিয়ে হাজির বলরাম বসুর বাড়িতে। নাচ গানের মাধ্যমে এই ছোট্ট রথের রশি নিজের হাতে তুলে নিয়ে ভক্তদের নিয়ে বলরাম বসুর বাড়ির রথ টেনেছিলেন রামকৃষ্ণ। পরের বছর রথের দিন আবার আসেন রামকৃষ্ণ দেব। রথের রশিতে টান দিয়েছিলেন।তবে, ঠাকুর দেহ রাখার পর বলরাম বসুর নির্দেশে ১৮৮৬-র ১৬ আগস্টের পর থেকে এই ছোট্ট রথে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার সঙ্গে পূজিত হন ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এই বলরাম বসুর বাড়ির মধ্যেই ঘোরানো হত।ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ঠাকুর তিনমাস বাগবাজারের যে বাড়িতে ছিলেন সেই বাড়িটি বর্তমানে একটি মন্দির। সেই মন্দিরটি বর্তমানে বলরাম মন্দিরের জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি বলে বিবেচিত হয়।রামকৃষ্ণদেব যেহেতু নিজে বলরাম মন্দিরের রথের রশি টেনে ছিলেন, তাই প্রতি রথযাত্রার দিন বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীরা এই বলরাম মন্দিরে আসেন। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও নিয়ম মেনে আচারবিধি ও জগন্নাথের পুজো হয়েছে। তবে, এবছর মন্দিরের অন্দরে ভক্তদের প্রবেশ নিষেধ।

সর্বদলীয় বৈঠকে ত্রাণ ও গণবণ্টন নিয়ে সরব হবে কংগ্রেস, দাবি প্রদীপ ভট্টাচার্যের

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.): রাজ্যের করোনা এবং আমফান পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক বুধবার করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে জনসাধারণের জন্য গণবণ্টন এবং ত্রাণ সরবরাহ করার প্রক্রিয়ায় যেন স্বচ্ছতা থাকে সেই দাবি তোলা হবে কংগ্রেসের তরফ থেকে। মঙ্গলবার এই কথা জানিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য।মঙ্গলবার প্রদীপ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রেশন, গণবণ্টন ব্যবস্থা এবং ত্রাণ সরবরাহ করার প্রক্রিয়ার কাজ যেন স্বচ্ছতার সঙ্গে হয়। সেই দাবি উত্থাপন করা হবে। এর জন্য বিভিন্ন ব্লকে কমিটি তৈরি করারও আহ্বান রাজ্যের কাছে করা হবে। কংগ্রেসের তরফ থেকে আর কি কি দাবি রাজ্যের কাছে রাখা হবে তা নির্ধারণ করা হবে এদিনের দলীয় বৈঠকে। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযানে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা থাকলেও।সেখানে পশ্চিমবঙ্গের নাম না থাকায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা।

উল্লেখ করা যেতে পারে রাজ্যজুড়ে করোনা সংকট দেখা দেওয়ার পর থেকে এই নিয়ে দ্বিতীয় বারের জন্য সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সোমবার জানিয়েছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী তাকে নিজে ফোন করে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার আহবান করেছিলেন।

শ্রদ্ধায় নানা অনুষ্ঠানে শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : জহরলাল নেহেরুর যে কাশ্মীর নীতি ছিল তার সমালোচনার বরাবর করে এসেছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংবিধানের ৩৭০ ধারাকে নিয়ে বিরোধিতা করেছিলেন। সেই সময় কংগ্রেস সরকারের কাছে তাঁর একটাই প্রশ্ন ছিল কেন জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকতে অনুমতি নেওয়ার দরকার হবে। এর প্রতিবাদ করে বিনা অনুমতিতে কাশ্মীরে ঢুকতে যওয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। আর সেখানেই বন্দি থাকাকালীন শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। পাক হানাদাররা কাশ্মীরে ঢোকার পর যখন ভারতীয় সেনারা তাদের বাধা দিতে যায় তখন নেহেরু

ছয়ের পাতায় দেখুন

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি.স.): মনে আনন্দ নেই দেশবাসীর! কোভিড-১৯ মহামারি সমস্ত আনন্দ কেড়ে নিয়েছে, একে-একে সমস্ত উৎসব চলে যাচ্ছে। জনসমাগম ছাড়াই পুরী-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হয়েছে ভগবান জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে রাষ্ট্রপতি শুভেচ্ছা-বার্তায় লিখেছেন, ”রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসী, বিশেষ করে ওডিশায় ভগবান জগন্নাথের ভক্তদের হার্দিক অভিনন্দন। আমি কামনা করছি প্রভু জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ, কোভিড-১৯ মোকাবিলা করায় আমাদের সাহস ও সঙ্কল্প প্রদান করবে এবং আমাদের জীবনে সুখ ও সুস্বাস্থ্য বয়ে আনবে।” দেশবাসীকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। প্রধানমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, ”ভগবান জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রত্যেককে হার্দিক শুভেচ্ছা। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ এই যাত্রা দেশবাসীর জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য ও সুস্বাস্থ্য বয়ে আনবে, এই কামনা করছি।”

মুম্বইয়ে বাতিল সামগ্রীর গোডাউনে বিধ্বংসী আগুন হতাহতের খবর নেই

মুম্বই, ২৩ জুন (হি.স.): বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে ফের অগ্নিকাণ্ড! মঙ্গলবার সকালে ভয়াবহ আগুন লাগে মুম্বইয়ের মানখুর্দ-ঘাটকোপার লিঙ্ক রোডে, মান্ডলা এলাকায় অবস্থিত একটি বাতিল সামগ্রীর গোডাউনে। কুরলার ওই গোডাউনের ভিতরে বাতিল সামগ্রী এবং তেলের পুরনো ড্রাম থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। লেভেল-৩ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন।

দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মুম্বই দমকলের প্রধান দমকল অফিসার জানিয়েছেন, মানখুর্দ-ঘাটকোপার লিঙ্ক রোডে, মান্ডলা এলাকায় অবস্থিত ওই বাতিল সামগ্রীর গোডাউনে বাতিল সামগ্রী এবং তেলের পুরনো ড্রাম ছিল। ১৫, ০০০ স্কোয়ার ফুট এলাকায় পাঁচটি গোডাউন ছাউনিতে বাতিল সামগ্রী রাখা ছিল।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৬৫৪ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ৫১,২৭১

রিও ডি জেনেইরো, ২৩ জুন (হি.স.): ব্রাজিলের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি উদ্বেগ ক্রমশই বাড়াচ্ছে। বাড়তে বাড়তে মঙ্গলবার ল্যাটিন আমেরিকার দেশ, ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ৫১ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১.১ মিলিয়নের বেশি মানুষ।

ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ,(সোমবার সারাদিনে) ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬৫৪ জনের। ফলে ব্রাজিলে মৃত্যুর সংখ্যা ৫১,২৭১-এ পৌঁছেছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

তামিলনাড়ুর উটি মার্কেটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত কমপক্ষে ৮০টি দোকান

উটি (তামিলনাড়ু), ২৩ জুন (হি.স.): গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, তামিলনাড়ুর উটির উধাগামন্ডলম মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কমপক্ষে ৮০টি দোকান। মঙ্গলবার ভোরে প্রায় চার ঘণ্টার মধ্যেই আগুন পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে প্রায় ৮০টি দোকান। জেলা দমকল অফিসার (নীলগিরি) টি ইমানুয়েল জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত। বেশ কিছু চায়ের দোকানে রাখা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়, তবে বিস্ফোরিত হওয়ার আগেই আটটি সিলিন্ডার বের করে আনেন দমকল কর্মীরা।

দমকল সূত্রের খবর, ভয়াবহ আগুনে পুড়ে গিয়েছে প্রায় ৮০টি দোকান, তার মধ্যে রয়েছে সব্জির দোকান, তিনটি চায়ের দোকান, খাবারের দোকান এবং অন্যান্য সামগ্রীর দোকান। দমকলের প্রায় ৩০টি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে আগুন। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

প্রতীক্ষিত স্বস্তি, মালদ্বীপ থেকে দেশে ফিরলেন ১৯৮ জন ভারতীয় নাগরিক

তুতিকোরিন, ২৩ জুন (হি.স.): প্রতীক্ষার অবসান, মালদ্বীপ থেকে দেশে ফিরলেন ১৯৮ জন ভারতীয় নাগরিক। ১৯৮ জন ভারতীয় নাগরিককে নিয়ে মঙ্গলবার সকালে তামিলনাড়ুর তুতিকোরিনে এসে পৌঁছয় ভারতীয় নৌবাহিনীর ঐরাবত জাহাজ। করোনাভাইরাস মহামারির কারণে মালদ্বীপে আটকে পড়েছিলেন ১৯৮ জন ভারতীয় নাগরিক, ”সমুদ্র সেতু অভিযান”-এর মাধ্যমে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ১৯৮ জন ভারতীয় নাগরিককে।

গত রবিবার ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে মালদ্বীপের মালে বন্দর থেকে তুতিকোরিনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল ভারতীয় নৌবাহিনীর ঐরাবত জাহাজ। দীর্ঘ জলপথ অতিক্রম করার পর মঙ্গলবার সকালে তুতিকোরিনে এসে পৌঁছয় ঐরাবত। ১৯৮ জনের মধ্যে ১৯৫ জন তামিলনাড়ুর বাসিন্দা, বাকি পাঁচজন পুদুচেরির বাসিন্দা। এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র মালদ্বীপ থেকেই দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ২,৩৮৬ জন ভারতীয় নাগরিককে।

ভারতের করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার বেড়েই চলেছে

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি. স.): অন্য দেশের তুলনায় ভারতে প্রতি লাখে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা কম। ভারতে জনসংখ্যার প্রতি লাখে করোনায় মৃত্যু ১। অন্যদিকে গোটা বিশ্বের নিরিখে এই হার জনসংখ্যার প্রতি লাখে ৬.০৪। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু এর রিপোর্ট অনুযায়ী ব্রিটেনে প্রতি লাখ জনসংখ্যায় করোনায় নিহত ৬৩.১৩। অন্যদিকে স্পেন, ইতালি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যাটা যথাক্রমে ৬০.৬০, ৫৭.১৯, ৩৬.৩০।ভারতে দ্রুততার সঙ্গে করোনা আক্রান্ত রোগীকে চিহ্নিত করা এবং চিকিৎসা করার কাজ চলছে বলেই সঠিক সময় চিকিৎসা পাওয়ার ফলে মৃতের হার কমতে শুরু করেছে। দেশে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার বেড়েই চলেছে।এখনও পর্যন্ত ৫৬.৩৮ শতাংশ মানুষ এই রোগ থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে। দেশজুড়ে করোনা থেকে ২৪৮১৮৯ সুস্থ হয়ে উঠেছে।বিগত ২৪ ঘণ্টায় গোটা দেশে সুস্থ হয়ে উঠেছে ১০৯৯৪।বর্তমানে দেশে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৭৮০১৪।

পুলওয়ামায় এনকাউন্টারে নিকেশ দু'জন জঙ্গি, শহিদ সিআরপিএফ জওয়ান

শ্রীনগর, ২৩ জুন (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার বান্দজু এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু”জন সন্ত্রাসবাদী। তবে, দুঃসংবাদ হল-সন্ত্রাবাদীদের পাল্টা হামলায় শহিদ হয়েছেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর একজন জওয়ান। নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু”টি একে-৪৭ রাইফেল।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার ভোররাত থেকেই পুলওয়ামা জেলার বান্দজু এলাকায় চিরুনি তল্লাশি অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। অভিযান চলাকালীন লুকিয়ে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা, দু”পক্ষের মধ্যে এলোপাথাড়ি গুলির লড়াই শুরু হয়। গুলির লড়াই চলাকালীন গুরুতর জখম হয়েছিলেন একজন সিআরপিএফ জওয়ান,পরে ওই সিআরপিএফ জওয়ান হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। পরে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু”জন জঙ্গি। নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। উদ্ধার করা হয়েছে দু”টি একে-৪৭ রাইফেল।

আমরা ১০৩২৩ ঃ আগরতলায় প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে প্রতীকী প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। আমরা ১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠনের নেত্রী ডালিয়া দাস জানান, চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা অসহায় জীবনযাপন করছেন, তাদের পরিবার অসহায় হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে চাকরিচ্যুতদের বিকল্প চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। চাকরিচ্যুত শিক্ষক সংগঠনের এখনো পর্যন্ত জন এর জীবনহানি ঘটেছে। তাদের প্রত্যেকের পরিবারে ডাই ইন হারনেস প্রকল্পে চাকরি প্রদান করতে হবে। সর্বোপরি করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে যারা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছেন তাদের জীবন জীবিকার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করতে হবে। মূলত এই তিন দফা দাবির ভিত্তিতে মঙ্গলবার সিটি সেন্টারের সামনে আমরা ১০৩২৩ শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়।

সরকার অবিলম্বে এসব দাবি মেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আন্দোলন আরো বৃহৎ আকার ধারণ করবে বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের নেত্রী ডালিয়া দাস আরো জানান, রাজ্য সরকার চাকরিচ্যুতদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় আশ্বাস দিয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেই আশ্বাস আশ্বাস বাণীতেই রয়ে গেছে। অবিলম্বে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাকরিচ্যুতদের স্থায়ী সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের সমস্যাটি মানবতার দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকরিতে নিযুক্ত করার দাবিও জানানো হয়েছে।

জ্বালানী তেলে মূল্যবৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন।। পেট্রোল ও ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী তথা সিটু নেতা মানিক দে। মঙ্গলবার এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সিটু নেতা মানিক দে বলেন পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে গণপরিবহন ব্যবস্থার ওপর মারাত্মক আঘাত নেমে আসবে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে যাত্রী পরিবহন এবং পণ্য পরিবহনের উপর। ফলশ্রুতিতে নিত্যপণ্যের মূল্য ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। টানা পক্ষকাল ধরে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী তথা সিটু নেতা বলেন এর আগে এ ধরনের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে নি।সপ্তাহে বড়জোর একবার মূল্যবৃদ্ধি নজির রয়েছে, কিন্তু প্রতিদিন মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি। প্রতিদিন পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে মানুষের ওপর অধিক করের বোঝা যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের উদারীকরণ নীতির ফলেই এ ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী তথা সিটু নেতা মানিক দে। অবিলম্বে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য রাস এবং জনগনের উপর থেকে অধিক করের বোঝা কমানোর জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের এবং দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সকল অংশের জনগণকে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

সভাপতির পদে রাহুলকে চাই, দাবি অশোকের

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি. স.) : শতাব্দীপ্রাচীন কংগ্রেস দলের সর্বভারতীয় সভাপতির পদে রাহুল গান্ধীকে বসানো হোক।মঙ্গলবার কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই দাবি তুলেছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।

এদিন সকালে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড় মনমোহন সিং, দলের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, গুলাম নবি আজাদ সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বৈঠকে অশোক গেহলট দলের সর্বভারতীয় সভাপতির পদে ফের রাহুল গান্ধীকে দেখতে চান বলে দাবি তোলেন। যুব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাস বিভি—ও একই দাবিতে সরব হন। অশোক গেহলট বৈঠকে বলেন, অবিলম্বে একটি ভার্চুয়াল সেশন করে রাহুল গান্ধীকে সভাপতি পদের দায়িত্ব পুনরায় দেওয়া হোক। উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৭ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হন রাহুল গান্ধী।কিন্তু ২০১৯ সাধারণ নির্বাচনে দলের ভরাডুবির পর পদত্যাগ করেন তিনি।

চেতলা সেন্ট্রাল রোডে ভেঙে পড়ল বাড়ি, পর্যবেক্ষণে ফিরহাদ

কলকাতা, ২৩ জুন (হি. স.) : আমফানে বহু পুরনো আমগাছ গোড়া থেকে উপড়ে পড়েছিল। তখনই নড়ে গিয়েছিল ১১ বি চেতলা সেন্ট্রাল রোডের বাড়িটি। মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল দোতালার ঝুল বারান্দার ছাদ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম।

পুরনো দিনের করি বর্গা চুন সুরকির পাকা বাড়ি। তিনতলা এই বাড়িটিতে মোট পাঁচটি পরিবার থাকতো। মালিক ও শরিক পক্ষের বিবাদ ছিল। এইজন্য সংস্কার আটকে ছিল। এদিকে বিপজ্জনক অবস্থায় থাকলেও কলকাতা পুরসভার কোনও নোটিশ ছিলনা। ফলে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেনি বাসিন্দারা। এরমধ্যেই এদিন দুপুরে হটাৎই ভেঙে পড়ে বাড়ির দোতলার ঝুল বারান্দার ছাদ। বাড়ির নিচতলার বাসিন্দা মানবেন্দ্র মণ্ডল কোনওক্রমে বেঁচে গিয়েছেন। তবে এক বাসিন্দার মোটরবাইক ভেঙেচুরে গেছে বাড়ির ভগ্নাংশ পড়ে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন ফিরহাদ হাকিম। বাড়িটি অনেক পুরনো হওয়ায় ওই বাড়ির বাসিন্দাদের অন্য জায়গায় থাকার পরামর্শ দেন। যেকোনো সময় পুরো বাড়িটি ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। এরপরেই সঙ্গে সঙ্গে ভেঙেপড়া অংশর পাশে বাড়ির যে অংশ বিপজ্জনকভাবে ঝুলে ছিল তা এদিন পুরসভার পক্ষ থেকে ভেঙে দেওয়া হয়।

বাইখোড়া ইস্কন মন্দিরে নিয়মরক্ষায় রথযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৩ জুন।। নিয়ম রক্ষনার্থে ছোট আকারে রথযাত্রা অনুষ্ঠান সংগঠিত করলো বাইখোড়া ইস্কন মন্দিরের কতৃপক্ষ। করুনা ভাইরাসের প্রাদুভাবেরফলে এইবছর ছোট আকারে রথ যাত্রা সংগঠিত হলো। নিয়ম রক্ষনার্থে মন্দিরের ভিতরেই ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও শুভদ্রাকে রথে করে ঘুরানোহলো। মন্দির কমিটির লোকজন ও মন্দিরের ভক্তদের নিয়ে এই রথযাত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিতহয়। ফিতাকেটে এই রথ যাত্রা অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন শান্তির বাজার মহকুমা শাসক। পরবর্তী সময় মন্দিরের লোকজনদের দিয়ে এই রথ পরিক্রমা করাহয়। রথযাত্রা শেষে ভগবান দর্শনে আগত ভক্তদের একে একে করে সামাজিক দুরত্বের মধ্যদিয়ে ভোগ সারাতে দেওয়াহয়। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে ভক্তদের থার্মাল স্কেনিং করানোহয় ও হেন্ড সেনিটাইজার দেওয়াহয়। সরকারি নিয়ম মেনেই আজকে এই রথ যাত্রা সংগঠিত করলো বাইখোড়া ইস্কন মন্দির কতৃপক্ষ। এইনিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু তথ্য তুলে ধরলেন কার্তিক প্রভুজি। তিনি জানান একই পক্রিয়ায় সাতদিন পর ফিরা রথ সংগঠিত হবে।

রাজনগরে সিপিএমের অনুষ্ঠানে দুস্কৃতিকারীদের হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনায়ী, ২৩ জুন।। আজ সন্ধ্যায় রাজনগরে সিপিএম রাজনগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে লাদাখ সীমান্ত সংঘর্ষে শহীদ ভারতীয় বীর সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান করা হয়। প্রাক্তন ছাত্র নেতা বিধায়ক সুধন দাস ও গন আন্দোলনের নেতা ভজন দাসের নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষের সময় বিজেপি দুস্কৃতিকারীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত নেতা কর্মীদের উপর আক্রমণ ও অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করে। পরে সবাই মিলে প্রতিরোধ করলে দুস্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায়। অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত শহীদদের ফ্লেক্সটি ও ছিড়ে ফেলে দুস্কৃতিকারীরা। পরে বিধায়ক সুধন দাসের বাড়িতে হামলার চেষ্টা করে দুস্কৃতিকারীরা। পরে আবার প্রতিরোধ গড়ে তোললে পালিয়ে যায় দুস্কৃতিকারীরা। বিধায়ক সুদন দাস ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে বিজেপির মায়া কান্নার প্রকৃত স্বরূপ আজকের ঘটনা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৩১২ জনের, ভারতে করোনা-মুক্ত ২,৪৮,১৯০ জন : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (হি.স.): প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমণ ও মৃত্যু বেড়েই চলেছে ভারতে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৩১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৪,৯৩৩ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪,০১১ জন এবং সংক্রমিত ৪,৪০,২১৫ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২,৪৮,১৯০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৪,৪০,২১৫ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ১, ৭৮,০১৪)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৪, ০১১। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২,৪৮,১৯০ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ১৪,০১১ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ১১১ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে ৯ জনের, বিহারে ৫৫ জনের, চন্ডীগড়ে ৬ জন, ছত্তিশগড়ে ১২ জন, দিল্লিতে ২২৩৩ জনের, গোয়া একজন, গুজরাটে ১৬৮৪ জনের, হরিয়ানায় ১৬৯ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৮ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৮৫ জনের, ঝাড়খণ্ডে ১১ জনের, কর্ণাটকে ১৪২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ২১ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৫২১ জন, মহারাষ্ট্রে ৬,২৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় ১৫ জনের, পুদুচেরিতে ৮ জন, পঞ্জাবে ১০১ জন, রাজস্থানে ৩৫৬ জনের, তামিলনাড়ুতে ৭৯৪ জন, তেলেঙ্গানায় ২১৭ জন, ত্রিপুরায় একজন, উত্তরাখণ্ডে ২৮ জন, উত্তর প্রদেশে ৫৬৯ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৫৬৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

মহারাষ্ট্র, গুজরাট, দিল্লি, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ-এই রাজ্যগুলির করোনা-পরিস্থিতি দেশবাসীর চিন্তা সবথেকে বেশি বাড়াচ্ছে। এই রাজ্যগুলিতেই প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩,৫৭,৯৬, দিল্লিতে ৬২,৬৫৫, তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত ৬২,০৮৭, রাজস্থানে সংক্রমিত ১৫,২৩২ এবং পশ্চিমবঙ্গে সংক্রমিত ১৪,৩৫৮।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।